কুসুমাবলী।

অর্থাৎ

বাঙ্গালা ভাষার কাব্যসমূহের সারসংগ্রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

"কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাম্।"

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৫৯।

SELECTIONS

FROM THE BENGALLEE POETS.

PART II.

COMPILED FOR THE USE OF COLLEGES

AND SCHOOLS

BY

MOHENDRONAUTH ROY.

CALCUTTA.

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS

1852.

কুসুমাবলী।

চণ্ডীমঙ্গল।

সরস্বতী বন্দনা।

বিধি মুখে বেদবাণী বন্দ মাতা বীণাপাণি
ইন্দু কুন্দ তুষার সঙ্কাশ।
ত্রিলোকতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী
কবি মুখে অষ্টাদশ ভাষা॥
শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠান শ্বেত বস্ত্র পরিধান
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার॥
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা
শুকশিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গি মসীপাত্র পুথি খুঙ্গি
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে॥

নিবা নিশি কারি ভাগ সেবে যারে ছয় রাগ
অনুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী।
রসনায় ধনক বেণী সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বীণাবাদ্য মৃদঙ্গ বাদিনী॥
সঙ্গে বাদ্য চতুর্দ্দশ সঙ্গীত কবিত্ব রস
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
কহিগো অঞ্জলি পুটে উর গো আমার ঘটে
দূর কর দুর্গতি বিজ্ঞান॥
দেবতা অসুর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
সেবে তব চরণ সরোজে।
তুমি যারে কর দয়া সেই বুঝে তব মায়া
তিনি সেই পণ্ডিত সমাজে॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

অজিতবল্লভা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি॥
যখন করিলা হরি অনন্ত শয়ন।
তাহার উদরে ছিল এই ত্রিভুবন॥
জন্ম জরা মৃত্যু তব নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা তুমি হরি পদতলে॥

কুণ্ডলাবলী।

অনল গরল আর কুম্ভীর মকর।
কত কত ছিল রত্নাকরের ভিতর ॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তোমা কন্যা হইতে রত্নাকর বলি তারে।
ধন জন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বাবণ বাজী রত্ন সিংহাসন ॥
অহঙ্কার তাহার তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে ॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে ॥
ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি।
নির্দোষ পুরুষে রাখ চিরকাল সুখি ॥
কমলা থাকিলে মান সকল ভুবনে।
লক্ষ্মীবান হইলে বিজয়ি হয় রণে ॥
সেই জন পণ্ডিত প্রশংসে অভিরাম।
সেই জন কুলীন সকল গুণধাম।
ভাগ্যবান সেই জন সেই মহাবীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির ॥
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া কৃপা নাহি কর যারে।
থাকুক অন্যের কার্য্য দারা নিন্দে তারে ॥

লক্ষীছাড়া কুটুম্ব কুটুম্ববাড়ী যায়।
থাকুক আসন জল সম্ভাষ না পায়॥

সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃজনের উপায় কারণ॥
নাহি কেহ সহচর দেবতা অসুর নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবা নিশি না উদয়ে রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু সুপ্রকাশ পরিধান পীত বাস
অন্ধকারে ভাবে ভগবান।
কনক কঙ্কণ হার দূর করে অন্ধকার
পুরট মুকুট মণিদাম॥
কণ্ঠেতে কৌস্তুভ আভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন জলদ কান্তি নখ জিনি ইন্দুপাঁতি
আজানু লম্বিত ভুজ দণ্ড॥

অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি হৃদয়ে করেন যুক্তি
জল স্থল আদি অধিষ্ঠান।
কথার সঙ্গতি নাই চিন্তা করেন গোঁসাই
আপনারে অশক্ত সমান॥
চিন্তিতে এমন কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হৈতে নির্গত প্রকৃতি।
চণ্ডীর চরণ সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহীপতি॥

ভৃগুমুনির যজ্ঞারম্ভ।

এমত সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চিনন্দন।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈলা আরম্ভণ॥
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা দিল নারদ আপনি॥
আইলেন চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।
বৃষভ বাহনে আইলেন চন্দ্রচূড়॥
মহিষে চাপিয়া আইল চতুর্দ্দশ যম।
হরিণের পৃষ্ঠে ঊনপঞ্চাশ পবন॥
রাশিচক্র চাপিয়া আইল গ্রহগণ।
রথে দশ দিকপাল করিলা গমন॥

চারি বেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা।
সভাসদ লয়ে চলে আপনি বিধাতা॥
মরীচি অঙ্গিরা আদি যত দেবঋষি।
দেখিতে আইল সবে হয়ে অভিলাষী॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
দেব ঋষি আইলেন ভৃগুমুনি ধামে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
আইল বিমানে চাপি ভৃগুর সদন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা মুনি বসিতে আসন।
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন॥
সিদ্ধান্ত করেন কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ।
এ সময়ে সেখানে আইল মুনি দক্ষ॥
দক্ষেরে দেখিয়া সভে করিল উত্থান।
বিধি বিষ্ণু, শিব বিনা, করিল প্রণাম॥
অনাদর দেখি শিবে দক্ষ কাঁপে রোষে।
দেবগণে নিবেদয়ে গদ গদ ভাষে॥

দক্ষ রাজার খেদোক্তি।

শুনরে সভার লোক এ বড় দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা।

আমি আসি যজ্ঞ স্থান   না করে আমার মান
মোরে নত না করিল মাথা ॥
নারদে বলিব কি   তার বাক্যে দিনু ঝি
এমন ভাঙ্গড় মতিপাপে।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা   অপাত্রে দিলাম কন্যা
তনু সুখাইল অনুতাপে ॥
নাহি জানি আদ্য মূল   কি বা জাতি কি বা কুল
নাহি জানি কেবা মাতা পিতা।
ভূষণ হাড়ের মালা   শ্মশান বিনোদশালা
হেন শূলী আমার জামাতা ॥
অঙ্গেতে চিতার ধূলি   স্কন্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি
বিষধর উত্তরী বসন।
শ্মশানে যাহার স্থান   কেবা তার করে মান
দেববুদ্ধি করে কোন জন ॥
যক্ষ দানা প্রেত ভূত   বসতি যাহার যুত
সহযোগে করয়ে ভোজন।
হেন অমঙ্গলধাম   কে থুইল শিব নাম
দেব মাঝে কে করে গণন ॥
চাহিতে চাহিতে ভাল   কুল করিলাম কাল
বাম হৈল আমারে বিধাতা।

আমি ছার মন্দবুদ্ধি অনলে ফেলিনু নিধি
সভা মাঝে লাজে হেট মাথা ॥
সতী কন্যা গুণনিধি তারে বিড়ম্বিল বিধি
পতি হে দরিদ্র দিগম্বর।
মনে নাহি পরিতোষ লোকে গায় ধর্ম্ম দোষ
অপযশে পূর্ণ দিগন্তর ॥
শ্বশুর যেমন তাত তারে না যুড়িল হাত
সভাতে করিল অপমান।
ত্রিলোকে যে অনুরাগ ঘুচাব যজ্ঞের ভাগ
দেবপথে নহে অবধান ॥

দক্ষের যজ্ঞারম্ভ।

এমত শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিত লোচন ॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে ॥
মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল বদন ॥
পরস্পর দুই জনে হৈল প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গে নকুল ॥

জামাতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব আছে চিরকাল।
দক্ষের হৃদয়ে শেল বাজিল বিশাল॥
শঙ্কর বিমনা হয়ে চলিলা কৈলাস।
দক্ষ প্রজাপতি গেল আপনার বাস॥
কত কালে দক্ষে ব্রহ্মা করিল সম্মান।
সকল পুত্রের মাঝে করিলা প্রধান॥
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।
প্রসাদ দিলেন তারে কনক পইতা॥
ব্রাহ্মণ পালিতে তারে বুদ্ধি দিল বিধি।
এইহেতু কুলশ্রেষ্ঠ হইল পালধি॥
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষ করে মহা দম্ভ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ॥
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর নাগ নরে।
কহিলা নারদ মুনি প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিধি বিষ্ণু বিনা আর যত দেবগণ।
বিমানে চড়িয়া আইলা দক্ষের সদন॥
আকাশ বিমানেতে শুনিয়া কোলাহল।
দক্ষের দুহিতা সতী হইলা চঞ্চল॥
লোক মুখে শুনিয়া দক্ষের যজ্ঞবর।
নিবেদয়ে শঙ্করে যুড়িয়া দুই কর॥

দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর।
তার যজ্ঞে তিন লোক চলিল প্রচুর॥
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস।
বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ॥
শুনিয়া ঈষদ হাসি বলেন শঙ্কর।
হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর॥
বিনা নিমন্ত্রণে যাবে একি মাথা কাটা।
আমার প্রসঙ্গে গৌরি পাবে বড় খোঁটা॥
ভবানী বলেন যাব বাপের সদন।
ইথে কিবা দোষ কিবা লোকের গঞ্জন॥

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

অনুমতি দেহ হর যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর গুণনিধি
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চির দিন আছে আশ যাইব বাপের বাস
নিবেদন আছি করি ডরে॥

পার্ব্বত কাননে বসি নাহিক পাড়া পড়শি
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
এক তিল যথা যাই যুড়াইতে নাহি ঠাই
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাম তব ঘরে
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ পুরাহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান করিবে অনেক দান
কন্যা গণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান আভরণ পরিধান
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার॥
সতীর বচন শুনি কহিলেন শূলপানি
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ ঘরে যদি চল তবে না হইবে ভাল
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন॥
চলিবারে অনুমতি নাহি দিলে পশুপতি
হৈমবতী হইলা কোপবতী।
আপনি স্বভাবে বামা চলিলা ভ্রুকুটিভীমা
একাকিনী বাপের বসতি॥

হইয়া উন্মত্তবেশা যান বেদী মুক্তকেশা
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পায় পাছে পাছে নন্দী যায়
বৃষভের করিয়া সাজন ॥
সারিখা কুন্তল পেড়ী পাছে লয়ে যায় চেড়ী
কেহ লয় বিননি দর্পণ।
পূরিয়া সুগন্ধি বারি কেহ লয়ে যায় ঝারি
শ্বেত ছত্র লয়ে কোন জন ॥
ধাইল অনেক সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দানা
নেকা চোকা দুই সেনাপতি।
আগে পাছে সেনা ধায় রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়
দেখিয়া হরিষ হৈলা সতী ॥
বৃষভ যোগায় নন্দী চাপিয়া চলেন চণ্ডী
শিরে ছত্র নন্দিরে ধরান।
না জান চলেন কত তিন দিবসের পথ
চারি দণ্ডে করিলা প্রয়াণ ॥
পাইলা বাপের গ্রাম শুনিয়া সতীর নাম
প্রসূতি ধাইল বেগবতী।
কোলেতে লইয়া সতী প্রসূতি পুলকে অতি
কৈলা সতী মায়েরে প্রণতি ॥

আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তারে
পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন।
যতেক ভগিনী গণ সবে হরষিত মন
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন॥
জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে
যান দেবী যজ্ঞের সদন।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সতী সহ দক্ষের কথোপকথন।

দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি।
হেটমুখে আশিষ করিল প্রজাপতি॥
এয়ত্বে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হউক স্বামী সুস্থির সুমতি॥
না দেখিয়া যজ্ঞস্থানে শিবের পূজন।
কোপে কম্পমান তনু বাপে জিজ্ঞাসন॥
শুন বাপা তোমারে এ করি অভিমান।
সতী ঝির প্রতি তব নাহি অবধান॥
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ।
সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ॥

শিব নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে।
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে॥
ব্রহ্মা যাঁর সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি।
আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি॥
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার॥
দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম্ম নিবেদিব কি॥
এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন।
নিন্দিয়া বলেন শিবে শুন সর্ব্বজন॥

দক্ষের শিবনিন্দা।

কহিলে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
যেবা ছিল ললাটে লিখন।
তোমার কর্ম্মের গতি স্বামী হইল দুর্গতি
তারে যজ্ঞে আমি কি কারণ॥
আরোহণ বৃষবরে শিঙ্গা ডম্বরু করে
ভক্ষ্য যার ধুতুরার ফল।
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ ভুজঙ্গ উত্তরী বাস
ফণী হার ফণির কুণ্ডল॥

পরিধান বাঘ ছাল গলায় হাড়ের মাল
বিভূতিভূষিত যেই অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান তার কেবা করে মান
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥
আরাধিলা পশুপতি পাইলা পশুর গতি
অহি সঙ্গে একত্র শয়ন।
হর শিরে শশিকলা অহি সঙ্গে যার মেলা
বঞ্চিত ভুবনে দুই জন ॥
আমিত ব্রহ্মার সুত ত্রিভুবনে সুবিদিত
শুন তার মত ব্যবহার।
ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে দেবগণ বিদ্যমানে
আমারে না করে নমস্কার ॥
শুন সতী মম বাণী ইথে যদি শিবে আনি
অবশ্য হইবে যজ্ঞ নাশ।
দেখিয়া শিবের গুণ আর যত দেবগণ
নাহি করে একত্র নিবাস ॥
এমত দক্ষের কথা শুনিয়া দক্ষের সুতা
সতী কোপে কাঁপে থর থর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥

সতীর প্রাণত্যাগ।

শিব নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতীকার ।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর ॥
সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল ।
তিন লোকে দহে যেন প্রলয় অনল ॥
হেন বিষ পিয়া শিব রাখিলা জগৎ ।
সম্পদেতে মূঢ়মতি না জান মহৎ ॥
পিনাক ধনুক যাঁর অনন্ত শিঞ্জিনী ।
আপনি হইলা শর যাহে চক্রপাণি ॥
লোকরিপু ত্রিপুর দহন কৈলা হর ।
হেন জনে কি কারণে বল কটূত্তর ॥
দেবরাজ খোজে যাঁর চরণের রজ ।
দুর্লভ মানিয়া যার আশা করে অজ ॥
যত দেবগণ যাঁর করয়ে পূজন ।
তোমা বিনা তাঁরে দোষ দেয় কোন্ জন ॥
গুরুজন নিন্দা নাহি করিব শ্রবণ ।
যেই নিন্দা করে তার করিব শাসন ॥
সেই স্থান ছাড়ি কিবা যাই অন্য স্থান ।
পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ ॥

হৃদয় সরোজে চিন্তি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন॥
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গীত সুরচন গাথা॥

শিব সৈন্যের যুদ্ধে গমন।

দক্ষ যজ্ঞে রোষে সতী ত্যজিলা জীবন।
যজ্ঞ নাশ করিতে ধাইল সেনাগণ॥
আগে নন্দী ধায় দুই দিকে নেকা চোকা।
শত শত সেনা ধায় নাহি তার লেখা॥
যতেক দেবতা গণ করে হাহাকার।
সবে বলে দক্ষ যজ্ঞে হৈল মহামার॥
যতেক অমর গণ করে কোলাহল।
যোগ বলে সতী অঙ্গে উঠিল অনল॥
বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেন আহুতি।
কুণ্ড হৈতে উঠিল অনেক সেনাপতি॥
রথ তুরঙ্গম পত্তি উঠিল কুঞ্জর।
খর বাণে দানাগণে করিল জর্জ্জর॥
ভঙ্গ দিয়া দানাগণ পলায় সমরে।
বৃষভ লইয়া নন্দী পলায় সত্বরে॥

শিবের কিঙ্কর সবে পলায় তরাসে।
ধাওয়া ধারি উপস্থিত হইল কৈলাসে ॥
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা নন্দী কহে মহেশ্বরে।
লুটায়ে কান্দেন রুদ্র মহীর উপরে ॥
ছিড়িয়া ফেলিলা প্রভু মহীতলে জটা।
বীরভদ্র হৈল তায় সঙ্গে বীর ঘটা ॥
তিন সূর্য্য জিনি তার তিনটী লোচন।
মাথার মুকুট গিয়া ঠেকিল গগন ॥
শূল হস্তে কৃতাঞ্জলি রহিলা সম্মুখে।
নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে ॥
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন।
কি কার্য্য করিব প্রভু কর আজ্ঞাপন ॥
স্বর্গ উপাড়িব কিম্বা পাতাল ভেদিব।
সমুদ্র শুষিব কিম্বা পৃথিবী তুলিব ॥
আজ্ঞা দিলা শিব তারে যজ্ঞ নাশিবারে।
বিলম্ব করিলা হর বধিতে দক্ষেরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি।
নন্দী আদি চলিল যতেক সেনাপতি ॥
লম্ফে ঝম্ফে ভূত প্রেত বোলে কোটি দানা।
দামামা দগড় বাজে বাদ্যের বাজনা ॥

দক্ষযজ্ঞ স্থানে গিয়া দিল দরশন।
যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গিতে চলিল দানাগণ॥
প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পুঁইতা।
প্রাণেতে না মেরে দেয় অন্তর ব্যথা॥

শিবের হিমালয় যাত্রা।

দক্ষ যজ্ঞ নাশি বীর গমনে উল্লাস।
দণ্ডমাত্রে বীরভদ্র পাইলা কৈলাস॥
সঙ্গে যোল কোটি চলে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা॥
প্রণাম করিয়া শিবে করে নিবেদন।
প্রসাদ করিলা হর দিয়া আলিঙ্গন॥
এই মত দক্ষ যজ্ঞ করি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন॥
দেবীর বিরহে হর ছাড়িল কৈলাস।
হিমগিরি যান হর হইয়া নিরাশ॥
তথা উপনীত হৈলা মরালবাহন।
করযোড়ে কহিলেন বিনয় বচন॥

ব্রহ্মার স্তবে শিবের ক্রোধ শান্তি।

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন
তুমি দেব পুরুষ প্রধান।
সব তব অধিকার পরম কৈবল্যাধার
তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্য জ্ঞান॥
তুমি ধর্ম্ম নিরাকার তুমি সংসারের সার
শুন গঙ্গাধর শূলপাণে।
ত্যজহ সকল রোষ আমি কৈনু সব দোষ
অকালে প্রলয় কর কেনে॥
অনাদি অনন্ত শিব তুমি বুদ্ধিময় জীব
আপনারে স্বজিলা আপনি।
গগন পবন জল তেজ বসুমতী স্থল
চারি বেদে তোমারে বাখানি॥
স্বজিয়া অমর নর করিলা আপন পর
মহা অন্ধকারে দিলা মেলা।
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ
বালকে যেমন করে খেলা॥
তোমার মহত্ত্ব যত যদ্যপি বৎসর শত
কভু কেহ বলিতে না পারে।

অতিমূঢ় হতজ্ঞানে দক্ষ তোমা কিবা জানে
না জানিয়া কৈল অহঙ্কারে ॥
করপুটে মাগি বর জিয়াও অমর নর
বারেক দক্ষেরে কর দয়া।
শঙ্কর সম্বর রাগ ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ
উপজিবে দেবী মহামায়া ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী বলে দেব শূলপাণি
তোমার বচনে হৈনু সুখী।
জীবেক অমর নর সেই দক্ষ প্রজেশ্বর
উপজীবে দেবি চন্দ্রমুখী ॥

গৌরীর রূপবর্ণন।

ত্রিভুবনজনধাত্রী পর্ব্বতভূপালপুত্রী
হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
অন্য বেশ দিনে দিনে শোভে অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
উরুযুগ করিবর নাভি যেন সরোবর
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ।
নবীন অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ ॥

অধর বন্ধূকবন্ধু বদন শরদ ইন্দু
খঞ্জনগঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা ললাটে সিন্দর ফোটা
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥
নাসায় দোলয়ে মতি হীরায় জড়িত তথি
বদন কমল ভাল সাজে।
তুলনা না দিতে পারি তাহে অতি মনোহারি
যেন সুধাকর তারা মাঝে ॥
গৌরীর বদন শোভা লিখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চন্দ্র এই শোকে না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিছে বলে কলঙ্কের রেখা ॥
গৌরীর দশন রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জা ভরে।
হেন বুঝি অনুমানে এই শোক করি মনে
পক্বতায় দাড়িম্ব বিদরে ॥
শ্রবণ উপর দেশে হেন মুকুলিকা ভাসে
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশ।
আষাঢ়ের মেঘ মাঝে যেমন বিদ্যুত সাজে
পরিহরি চপলতা ভাস ॥

নারদের হিমালয় গমন।

রূপবতী হৈমবতী মেনকা হরিষমতি
হিমালয় চিন্তিত অন্তর।
কুলশীলরূপবান নিজ বংশের সমান
কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর॥
অকুলীনে দিলে সুতা লাজে হবে হেট মাথা
বংশে বহু থাকিবে গঞ্জন।
মনে হবে অসন্তোষ লোকে গাবে ধর্ম্মদোষ
বড় পুণ্যে পাই কুল জন॥
বিদ্যানিবেশিতমন যদি হয় কুলজন
সদাচারি বিনয়ভূষিত।
সকল লোকের মাঝে যোগ্য বর সেই সাজে
করিদন্ত কনকে জড়িত॥
মেলি যত বন্ধু জন দশ দিকে দাও মন
যথা পাও অমলিন কুল।
তারে সমর্পিব কন্যা ত্রিভুবনে এক ধন্যা
তবে আমি হব নিরাকুল॥
বন্ধুজন সহ করি বিচার করেন গিরি
সভায় বসিয়া দিনে দিনে।

ভাবিতে এমত কালে শ্রীনারদ কুতূহলে
আগমন করিলা সেথানে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া রত্ন সিংহাসন
নিবেদয়ে করি পুটাঞ্জলি।
ভাবিয়া চণ্ডিকাপায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
ব্রাহ্মণ ভূপতি কুতূহলী ॥

নারদের সহিত হিমালয়ের কথোপকথন।

কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥
হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হইতে তোমার বাড়িবে সম্পদ ॥
অচিরাতে হবে গৌরী হরের গৃহিণী।
অর্দ্ধ অঙ্গ গৌরীরে দিবেন শূলপাণি ॥
এই উপদেশ কহি গেলা নিজবাস।
ত্যজিল হেমন্ত অন্য বর অভিলাষ ॥
এমত সময় শিব তপস্যা কারণ।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয় বন ॥
দেখি আনন্দিত বড় হৈল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥

আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী।
সংযুক্ত হইল যায় তব পদধূলী॥
আমার জনম আজি হইল সফল।
মম কন্যা গৌরী তোমা দিবে পুষ্প জল॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি॥
নানা উপহারে গৌরী পুজেন শঙ্করে।
হেন কালে দৈত্যভয় হৈল সুরপুরে॥

শিবের ধ্যানভঙ্গ।

দৈত্যভয়ে দেবরাজ হয়ে পরাজয়।
দেবগণে মিলি গেলা ব্রহ্মার নিলয়॥
তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর।
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর॥
মহেশের পুত্র হবে নাম ষড়ানন।
তাঁর যুদ্ধে হইবেক তারক নিধন॥
আমার বচন শুন যত দেবগণ।
সবে মেলি শিবের বিবাহে দেহ মন॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেট কৈল মাথা।
বুঝিয়া ইন্দ্রের মন কহেন বিধাতা॥

অযোধ্যানগরে আছে নৃপতি মান্ধাতা।
সূর্য্যসম পরাক্রমে কর্ণ সম দাতা॥
তাহার তনয় বীর নামে মুচুকুন্দ।
পাইলে সংগ্রাম তার বাড়য়ে আনন্দ॥
মুচুকুন্দে আনি দেহ রাজ্য অধিকার।
যাবৎ না হয় কার্ত্তিকেয় অবতার॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র পরম আনন্দে।
রাজ্য ভার সমর্পিল রাজা মুচুকুন্দে॥
মুচুকুন্দ তারকের দিবানিশি রণ।
কামদেবে পাণ দিল ইন্দ্র আদেশন॥
দেবগণ লয়ে যুক্তি করি সুরপতি।
কামদেবে পাণ দিয়া দিলেন আরতি॥
মহেশের পুত্র হবে নামে ষড়ানন।
তাঁহার সমরে হবে তারক নিধন॥
চল চল মদন চলহ হিমগিরি।
তপস্যা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি॥
আছেন অভয়া তাঁর হয়ে সহচরী।
তোমা হৈতে শিব যেন হন কামাচারী॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হৈল ত্বরাযুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত মারুত॥

ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চ বাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কলগান॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিল মদন।
দণ্ড মাত্রে গেলা বীর যথা পঞ্চানন॥
ধ্যানেতে আছেন শিব অজিন আসনে।
ঝারি হাতে আছে গৌরী তাঁর সন্নিধানে।
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল প্রভু হইলা অন্তরে॥
ধ্যানভঙ্গ হলে শিব চারি দিগে চান।
সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ॥
কোপ দৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥
তপোভঙ্গ দেখিয়া গেলেন অন্য স্থান।
পার্ব্বতনন্দিনী গেলা পিতৃ সন্নিধান॥

রতি বিলাপ।

কামকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি
ধুলায় ধূষর কলেবর।
লোটায় কুন্তল জার ত্যজে নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥

পড়িয়া চরণ তলে রতি সকরুণে বলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেকে বিস্মৃত হয়ে পাসরিলা প্রাণপ্রিয়ে
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লহ
পাসরিলা পূর্ব্বের পিরীত।
তুমি নাথ যাবে যথা আমি আগে যাব তথা
তবে কেন হৈল বিপরীত॥
মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবা তুমি সেই গতি পাব আমি
রহিব তোমার পদতলে॥
শঙ্করে মারিতে বাণ ইন্দ্রের লইলা পাণ
রতিরে করিতে অনাথিনী।
দিয়া এ পরম শোক গেলা প্রভু পরলোক
মোর তরে পোহাল রজনী॥
ভুবনে সুন্দর তনু তোমার কুসুম ধনু
সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ।
লোটায় ধরণী তলে মম পাপকর্ম্মফলে
সুকঠিন বিধাতার প্রাণ॥

এই হরকোপানলে তোমারে দহিল বলে
না বধিল রতির জীবন।
তোমা বিনা প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি
এই বড় রহিল গঞ্জন ॥
দেহযোগ নহে সত্য কেবল মরণ নিত্য
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে।
যৌবন মরণ কাল হৃদয়ে রহিল শাল
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ॥
কুল শীল রূপ গুণ জীবন যৌবন ধন
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত প্রভুর সখা মোরে আসি দেহ দেখা
কুণ্ড কাটি জালহ অনল ॥
সুন্দর সিন্দূর ভালে চিরণী কুন্তল জালে
সঘনে নাড়য়ে আম্র ডাল।
সঘনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥

গৌরীর তপস্যা।

তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে ॥
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥

দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিলা তাম্বূল তৈল ভূষণ চন্দন॥
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ।
রজনী সময়ে কুশে করেন শয়ন॥
পঞ্চতপ করেন ভাবিয়া পঞ্চানন।
ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে অরুণ লোচন॥
শুক্ল বাস পিঙ্গ কেশ অরুণ মুরতি।
করিলেন বৈশাখেতে ব্রতের নিয়তি॥
দুই উপবাস করি করেন পারণা।
মহেশ পূজেন দেবী হয়ে সাবধানা॥
চিন্তেন শিবের পদ মুদ্রিত লোচন।
মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥
কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিলা শেষে সবে তিন গ্রাস॥
অন্ন ত্যজি খান দেবী কদলী বদর।
কত কাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর॥
শিবপদ ধ্যান গৌরী কৈলা অনুক্ষণ।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিলা ভক্ষণ॥
ত্যজিলা বৃক্ষের পর্ণ ছাড়ি অন্ন পান।
এইহেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥

ছলিতে আইলা হর দ্বিজবেশ ধরি।
জিজ্ঞাসিলা গৌরী প্রতি তথায় উত্তরি॥
তপস্বিনী কেন কর শিবপদে আশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকার দাস॥

গৌরী ও দ্বিজবেশ হরের কথোপকথন।

অসীম যাঁহার গুণ যাঁর অষ্টসিদ্ধি।
যাঁহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥
ত্রিভুবন রক্ষিতে করিয়া বিষ পান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করেন অঞ্জলি।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর বাঞ্ছে পদধূলি॥
ত্রিভুবনে দেখ যাঁর পরম সম্পদ।
কেবা সেবা নাহি করে মহেশের পদ॥
এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন।
পুনরপি কিছু নিবেদিতে কৈল মন॥
তপস্বিরে দেখি কিছু চঞ্চল অধর।
সে স্থান ছাড়িয়া গৌরী গেলা স্থানান্তর॥
এমন সময়ে হর নিজবেশ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারি॥

মদনমোহন শিব দেখি বিদ্যমান।
সম্ভ্রমে ভুলিলা গৌরী পূজার বিধান॥
সন্নিধানে দেখি গৌরী ত্রিদশের নাথ।
অবনী লোটায়ে দেবী করে প্রণিপাত॥
অভিপ্রায় বুঝি হর বলেন তাঁহারে।
প্রসন্ন হৈলাম গৌরী মাল্য দেহ মোরে॥
হইলাম তপস্যায় প্রসন্ন তোমারে।
অঞ্জলি করিয়া গৌরী কহিলা শঙ্করে॥
কৃপা করি যদি মোরে দিলা বর দান।
আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর বিনয়।
নারদেরে পাঠাইয়া দিলা হিমালয়॥
আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল।
শুনি হিমালয় হৈল আনন্দে তরল॥

মেনকার খেদ।

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধর গণে॥
চিতাভস্ম বিভূষণ দেখে কলেবরে।
মেনকা বিষণ্ণা অতি হইল অন্তরে॥

কান্দেন পর্ব্বতরাণী গৌরীমায়ামোহে।
বসন তিতিল তাঁর লোচনের লোহে॥
চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ।
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম দেখি লাগে ধন্দ॥
অঙ্গদ বলয় সর্প সর্পের পইতা।
ভক্ষ্য খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিল নাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥
ওষধিসহিত গত দিলাম কপালে।
ঘৃত যোগে ললাটলোচনে বহ্নি জ্বলে॥
দেখিয়া বরের রূপ লাগ্যে গেল ধান্দা।
কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চান্দা।
হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়ে মূঢ়মতি কন্যা করে বধ॥
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর।
দেখিয়া বরের রূপ জ্বলয়ে অন্তর॥
সেইখানে ফেলাইয়া ছায়নির ডালা।
কান্দিতে কান্দিতে রামা নিজ গৃহে গেলা॥
মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥

কহিলেন নন্দী শুন দেব শূলপাণি।
মদনমোহন রূপ ধরহ আপনি॥
এতেক নন্দির বাক্য শুনি ত্রিলোচন।
দেখিতে দেখিতে হৈলা ভুবনমোহন॥

শিবের মনোহর বেশ ধারণ।

আছিল বাঘের ছাল হইল বসন।
অঙ্গদ বলয় হৈল ভুজঙ্গম গণ॥
বাসুকি মাথায় হৈল কিরীট ভূষণ।
অঙ্গের বিভূতি হৈল সুগন্ধি চন্দন॥
অস্থি মালা ছিল যত হৈল রত্নমাল।
হরিতাল তিলকে শোভিত হৈল ভাল॥
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর কলা।
ধরিল মদনরিপু মদনের লীলা॥
যোগবলে করে হর মনোহর বেশ।
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ॥
হইল হেরিয়া বর সবার আহ্লাদ।
দেখিয়া মেনকা রাণী ত্যজিল বিষাদ॥
সবে বলে মিলিল গৌরীর বর ভাল।
মদনমোহন রূপ ঘর করে আল॥

হর গৌরীর বিবাহ।

বৃষ আরোহণে চলে দেব পঞ্চানন।
মধ্যেতে কাণ্ডার পট ধরে কত জন॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
মন্দ মন্দ নিনাদ করয়ে মেঘগণ॥
শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাত বার।
নিছিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার॥
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্ন মাল।
দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল॥
হরিষে পুলকে তনু দেব ঋষি মুনি।
জলাঞ্জলি দেয় সভে অমর রমণী॥
ব্রহ্মা পুরোহিত হৈলা বাক্যের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করিলা কন্যাদান॥
হর গৌরী দুই জনে বসি একাসনে।
গ্রন্থছড়া বন্ধন করিল মুনিগণে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজে প্রজাপতি।
হর গৌরী আনন্দে দেখিল অরুন্ধতী॥
ঝারি থালা ধেনু শয্যা দিল নানা দান।
উত্তম বসন শিবে দিল হিমবান॥

দিলেন বিজয়া জয়া সখী পদ্মাবতী।
সমর্পিল গিরিরাজ বিনয়ে পার্ব্বতী॥
ক্ষীরখণ্ড ভোগ কৈলা মহেশ ভবানী।
কুসুম শয্যায় দোঁহে গোঁয়ায় রজনী॥
নিবাসে রহিলা দোঁহে কুসুম শয়নে।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

হর গৌরীর কন্দল।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী।
শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে।
বসিলেন মহাদেব অজিন আসনে॥
বাম দিকে কার্ত্তিকেয় দক্ষে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া গৌরী করিলা অঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর ভোজন কুতূহলী॥
কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পানু বহুধামে।
সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে॥
আজি গৌরী রান্ধিয়া দিবেক মনোনীত।
নিম শিম বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥

সুক্তা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুষ্মাণ্ড বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
ঘৃতে ভাজি শক্রেতে ফেলহ ফুলবড়ি।
চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি॥
রান্ধিবে ছোলার শাক তাতে দিবে খণ্ড।
আদাখণ্ড ভাজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড॥
রান্ধিবে মশুর সূপ দিয়া লবু জাল।
সম্বোলিয়া দিবে তথি মরিচের ঝাল॥
নটিয়া কাঁটার বীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃত সম্বরিয়া দিবা জামিরের রস॥
কড়ই করিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
নটে তৈলে বাথুয়া করহ দৃঢ় পাক॥
রান্ধিবা মুগের সূপ দিয়া ডাব জল।
খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জের ফল॥
আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধহ পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব॥
গোটা কাসুন্দিতে দিবে জামিরের রস।
এ বেলার মত রান্ধ এ ব্যঞ্জন দশ॥
রন্ধন উদ্যোগ গৌরী কর হয়ে স্থির।
ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দশ ক্ষীর॥

বলিলা এতেক বাক্য যদি পশুপতি।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী ॥
রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোসাই।
প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই ॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিনু ॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান ॥
আজকার মত যদি বান্ধা দাও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল ॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর ভারতী।
বলেন সক্রোধ হয়ে দেব পশুপতি ॥

শিবের খেদোক্তি।

আমি ছাড়ি ঘর যাব দেশান্তর
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর তুমি কর ঘর
লয়ে গুহ গজাননে ॥
দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।

গৃহিণী দুর্জ্জন গৃহ হৈল বন
বাস করি তরুতলে ॥
কত ঘরে আনি লিখা নাহি জানি
দেড়ী সম্বল না থাকে।
কতেক উন্দুর করে দুর দুর
গণার মূষার পাকে ॥
গুহার ময়ূরে খেদাইল মোরে
সাপ ধরি ধরি খায়।
হেন লয় মোরে এই পাপ ঘরে
রহিতে নাহি জুয়ায় ॥
করুণা করিয়া বাঘ ফিরে ধায়া
দেখিয়া তার চলনি।
বলদ দুর্ব্বল করে টল টল
নাহি খায় ঘাস পানি ॥
আন বাঘছাল শিঙ্গা হাড়মাল
বিভূতি ডমরু ঝুলী।
চল চল নন্দী হও মোর সঙ্গী
ঘরে না থাকিবে শূলী ॥
এত বলি হর ছাড়ি নিজ ঘর
চলিলা বৃষ বাহনে।

করিয়া বিনতি কহেন পার্ব্বতী
শ্রীকবি কঙ্কণে ভণে ॥

কলিঙ্গরাজকে ভগবতীর স্বপ্নাদেশ।

দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী
লিঙ্গধরা নৈমিষ কাননে।
প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুষোত্তমে
কামবতী শ্রীগন্ধমাদনে ॥
গোকুলে গোমতী নামা তমোলোকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনা পুরে বিজয়া নন্দের ঘরে
হরিসন্নিধানে মহামায়া ॥
অসুর কুলের দর্পে দৈবকী অষ্টম গর্ভে
হৈলা প্রভু ক্ষিতি ভার নাশে।
হরিতে কৃষ্ণের ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইলা রোহিণী গর্ভ বাসে ॥
ভোজরাজ অবতংস শ্রীহরি করিয়া অংশ
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা জল মায়া পাতি কৈলা স্থল
শিবারূপে নদী কৈলা পার ॥

কলিঙ্গ ভূপতির ভগবতী স্তব।

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী।
গোকুল রাখিলা জয়া যশোদানন্দিনী॥
নিদ্রারূপা হয়ে তুমি ভাণ্ডিলা প্রহরি।
যে কালে দৈবকীগর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি॥
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহায়িনী।
দুরিতহারিণী মাতা দুর্গতিনাশিনী॥
যমুনা আবর্ত্তশালি বিষমকরালি।
তথি পার কৈলা কৃষ্ণে হইয়া শৃগালী॥
ভূভার খণ্ডিতে কৈলা আপনি প্রকার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণে কৈলা কালিন্দীর পার॥
কৌতুকে শুইয়া ছিলা দৈবকীর কোলে।
পর পাদ ধরিয়া বধিতে কংস তোলে॥
বিপদনাশিনী উমা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥
নন্দগোপসুতা শুম্ভনিশুম্ভ নাশিনী।
ভুবনবন্দিতা বিন্ধ্যশিখরবাসিনী॥
নানা অস্ত্র বিভূষিত অষ্ট মহাভুজা।
বলি দিয়া দশ দিকপালে কৈল পূজা॥

রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিয়া ভগবতী।
অসুরের বধহেতু নারায়ণে মতি॥
যেই জন নাহি করে তোমার সেবন।
সে জন কি হয় হরি সেবার ভাজন॥

নারদের ইন্দ্রালয়গমন।

সুধর্ম্মা সভায় বসি দেবরায়
বিচিত্র হেম সিংহাসনে।
লইয়া পাঁজি পুথি সম্মুখে বৃহস্পতি
বসিলা রাজসন্নিধানে॥
জয়ন্ত নীলাম্বর আদি সহোদর
বেষ্টিত শতেক কুমার।
সেবক প্রধান যোগায় গুয়া পান
বিনতি করিয়া ঘন সার॥

বাজয়ে শ্রীখণ্ড হেম রত্নদণ্ড
চামর ঢুলায় মাতলি।
আগে বন্দি ভাট করয়ে স্তুতি পাঠ
মাথায় করিয়া অঞ্জলি॥
পাবক আদি করি দিগের অধিকারি
বরুণ নৈঋত শমন।
কুবের প্রভঞ্জন আদি দেবগণ
আইলা ইন্দ্রের সদন॥
অঙ্গিরা আদি জ্ঞানি দুর্ব্বাসা জৈমিনি
আইলা ইন্দ্রের ভবন।
এমন সময় আইলা মহাশয়
নারদ বিরিঞ্চিনন্দন॥
উঠি সুরনাথ করি প্রণিপাত
বসাইল কনক আসনে।
করিয়া পূজন বার্ত্তা জিজ্ঞাসন
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

কহ না নারদ মুনি দেশের বারতা।
এত দিন মহামুনি ছিলা তুমি কোথা॥
এই ত্রিভুবনে নাহি তোমার সমান।
ভূত ভবিষ্যৎ তুমি যান বর্ত্তমান॥

ভাগ্যে তব পদধূলি আমার ভবনে।
পবিত্র হইনু আজি তব দরশনে ॥
দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে।
চিরদিন লক্ষ্মী মোর থাকিবে ভবনে ॥
নিজসৃষ্টি সৃজিতে করিলা ধর্ম্মসেতু।
তোমারে করিল বিধি পালনের হেতু ॥
সেই জন বিশ্বজয়ী সকল ভুবনে।
যেই জন তোমার বীণার ধ্বনি শুনে ॥
ইন্দ্রের বচন এত শুনিল নারদ।
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ ॥

নারদ কহেন কথা   কহিতে হৃদয়ে ব্যথা
নিবেদিতে বড় ভয় করি।
নিবাত কবচ জম্ভ   আর শুম্ভ নিশুম্ভ
বাড়িল তোমার বড় অরি ॥
সর্ব্ব উপভোগ হীন   শত ফুলে প্রতিদিন
দশ দণ্ডে মহাদেবে পূজে।
অবধান কর রায়   অসুর প্রবল তায়
শুম্ভ নিশুম্ভ রণে যুঝে ॥
সেই মহাসুর জম্ভ   কি কব তাহার দম্ভ
ভুজবলে পর্ব্বত উপাড়ে।

সে অসুর মহাবলে মহেশপূজার ফলে
দিক্‌হস্তী তুলিয়া আছাড়ে॥
নানা পুষ্প নানা ছন্দে কুঙ্কুম কস্তূরি গন্ধে
নৈবেদ্য কি বলিব তাহার।
করেল পূজার সার দিয়া ষোড়শোপচার
দক্ষিণা কাঞ্চন শত ভার॥
শিবেরে করিতে প্রীত দিনে করে নাট গীত
সন্ধ্যাকালে বিশাল বাজন।
যদি পায় চতুর্দ্দশী থাকে বীর উপবাসী
নিরন্তর করে জাগরণ॥
কিবা সে সঙ্কল্প করি দৈত্য পূজে ত্রিপুরারি
ইহাতে সন্দেহ বড় মনে।
বুঝিনু দৈত্যের কার্য্য লইবে তোমার রাজ্য
হেন আমি বুঝি অনুমানে॥
ভোগ কর লীলারঙ্গে থাকহ কামিনী সঙ্গে
রাজভোগে হইয়া বিহ্বল।
পাইয়া শিবের বর দৈত্য হৈল দুরন্তর
কোন দিন পাড়ে গণ্ডগোল॥
ত্যজিয়া সকল কাজ একচিত্তে দেবরাজ
মহেশ্বরে করহ ভজন।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
উপদেশ করিয়া চলিলা মহামুনি।
ইন্দ্রেরে মেলানি করি গেলেন অবনি ॥
সুরলোক সহিত উঠিল সুরপতি।
বিদায় দিলেন তাঁরে করিয়া প্রণতি ॥
পুনরপি সভায় বসিলা সুররায়।
নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের পূজায় ॥
বৃহস্পতি বসিলেন লয়ে পাঁজি পুথি।
বিচার করিলা গুরু শুভযোগ তিথি ॥
বিচার করিলা গুরু কালি ভাল দিন।
গুণ বহু আছে তাহে দোষপরিহীন ॥
মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হৈল ভক্তিমান।
নীলাম্বরে ডাকি ইন্দ্র তাহে দিলা পান ॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি গঙ্গাস্নান।
মহেশপূজার সজ্জা কর সাবধান ॥
শচীরে দিলেন ভার চন্দনের তরে।
কুসুম তুলিতে ভার দিলা নীলাম্বরে ॥
পান লৈতে নীলাম্বর কৈলা যোড় কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর ॥

জেঠাডাক নীলাম্বর করিল শ্রবণ।
দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অন্য জন॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
পড়িল গোঁসাই বাধা মস্তক উপর॥
কুসুম না তুলিয়া করি অন্য আরতি।
রোষযুক্ত হইয়া বলেন শচীপতি॥

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

পূজা করি মহেশ্বর শুন বৎস নীলাম্বর
কুসুম তুলিতে লহ পান।
প্রবিশ নন্দন বনে দ্বিধা ঘুচাইয়া মনে
মোর বাক্যে কর অবধান॥
নাহি নিয়োজিনু রণে দুরন্ত অসুর সনে
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ।
সবে চারি দণ্ড যাবে কুসুম আনিয়া দিবে
ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ॥
যযাতির পুত্র পুরু তাহার চরিত্র চারু
জরা নিল বাপের বচনে।
শান্তি রসে দিয়া মন দিল আপন যৌবন
যশ পায় সকল ভুবনে॥

অনুজ্ঞা দিলেন তাত বনে গেলা রঘুনাথ
ছাড়িয়া কনক সিংহাসন।
জানকী লক্ষ্মণ সাথে প্রবেশে কানন পথে
যশে পূর্ণ করিল ভুবন॥
ভৃগু নামে মহামুনি সকল পুরাণে শুনি
ব্রাহ্মণের কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার সুত ভুবনের সার
ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশন॥
রেণুকার দেখি দোষ হইল পরম রোষ
সুতে আদেশিলা ভৃগু মুনি।
শুনিয়া পিতার কথা কাটিল মায়ের মাথা
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি॥
বিষম আরতি ক্ষয় সবে যাবে দণ্ড ছয়
নন্দন কানন ভিতর।
নিকটে কুসুম আছে উঠিতে না হবে গাছে
আরাধনা করিব শঙ্কর॥
রোষযুক্ত পুরন্দর দেখি বলে নীলাম্বর
অঞ্জলি করিয়া নিল পান।
দামুন্যা নগর বাসী সঙ্গীতেতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

নন্দনকাননে ভগবতীর মৃগরূপধারণ।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দন কাননে গিয়া পাতিলেন মায়া॥
ফুলহীন কৈল মাতা যত উপবন।
নীলাম্বর বিনা অন্য না দেখে তেমন॥
বাম করে সাজি আঁকুড়ি ডানি করে।
প্রবেশিলা নীলাম্বর কানন ভিতরে॥
ফুলহীন কানন দেখিয়া নীলাম্বর।
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর॥
অন্তরে ফুলের চিন্তা নীলাম্বর পায়।
রথে চড়ি নীলাম্বর লঘুগতি যায়॥
যাত্রার সময়ে ডোমচিল ডাকে মাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠ ভার লয়ে যায় পথে॥
উপনীত নীলাম্বর হৈল ঘোর বনে।
হেথা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে॥
সুন্দরী হরিণী রূপা হয়ে মহামায়া।
ধর্ম্মকেতু সম্মুখে রহিলা হরজায়া॥
রয়ে রয়ে ধান দেবী করি কত রঙ্গ।
তাঁর পাছে ব্যাধ ধায় যেমন পতঙ্গ॥

আকর্ণ পুরিয়া ধনু বীর যোড়ে শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিলা অম্বর॥
অনিমিষ লোচনে দেখিল নীলাম্বর।
ফুলচিন্তা দূরে গেল কান্দেন কোঙর॥
বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচন জলে
বিষাদ ভাবেন নীলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল বরং ব্যাধ জন্ম ভাল
কেন হৈনু ইন্দ্রের কোঙর॥
এই ব্যাধ ভাল জিয়ে তৃষ্ণা হৈলে পানী পিয়ে
ক্ষুধা কালে করয়ে ভোজন।
প্রমথ নাথের পূজা যাবত না করে রাজা
তত ক্ষণ উদর দাহন॥
এই ব্যাধ রূপধাম বনবাসী যেন রাম
মৃগ দেখি মারীচ সমান।
সিংহ জিনি মধ্যদেশ লতাতে বেষ্টিত কেশ
অভিনব যেন পঞ্চবাণ॥
না করিনু কোন কর্ম্ম বিফল দেবতা জন্ম
বিদ্যার না কৈনু অধ্যয়ন।
না করিনু ধনু শিক্ষা কেমনে পাইব রক্ষা
যদি হয় দেবাসুরে রণ॥

সাঁজি দণ্ড হাতে করি কাননে কাননে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকার।
চরণে কণ্টক ফুটে শতেক আঁচড় পিঠে
নিদারুণ বিধাতা আমার॥
হইয়া বড় আকুল সম্ভ্রমে তুলিল ফুল
শ্রীফল কণ্টক ছিল তথি।
ভাবিয়া অম্বিকা পায় শ্রীকবিকঙ্কণে গায়
বেগে রথ চালায় সারথি॥

ভগবতীর পিপীলিকা রূপে পুষ্প প্রবেশ।

হইল পূজার কাল চিন্তিত কোঙর।
দুই হাতে তোলে ফুল কানন ভিতর॥
যখন বেলা পানে চায় তৃষ্ণায় আকুল।
যত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল॥
কুসুম ভিতরে মাতা পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া॥
ব্যোমযানে লঘুগতি আইসে নীলাম্বর।
সুতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর॥
খেলায় উন্মত্ত শিশু কিবা কৈল পাপ।
আজি হর অবশ্য দিবেন অভিশাপ॥

ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিয়া অবিলম্ব।
আইলে নীলাম্বর কৈল পূজার আরম্ভ॥
কুসুম অঞ্জলি পুঞ্জ দিল হর শিরে।
কণ্টক যাতনা প্রভু পাইলা অন্তরে॥
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
আকুল হইল হর মরমে দংশিলে॥
অনল সমান জ্বলে পিপীলিকা বিষ।
রোষেতে কহেন হর মনে বিমরিষ॥
শুন শক্র তুমিত স্বর্গের অধিকারী।
কিসের কারণে পূজ জনম ভিখারী॥
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥
পট্ট বস্ত্র পর তুমি গলে রত্নমাল।
হাড় মালা গলে মম পরি বাঘছাল॥
অচলা কমলা তব সম্পদ বিশাল।
পরিহাস কর মোরে দেখিয়া কাঙ্গাল॥
পুরহর নিষ্ঠুর ভ্রূকুটি ভীম মুখে।
নয়নে নিকলে শিখী ঝলকে ঝলকে॥
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর।
মম দোষ নাহি পুষ্প তোলে নীলাম্বর॥

নীলাম্বরে জিজ্ঞাসা করেন শূলপাণি।
ভয় ত্যজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী॥
কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে।
চণ্ডিকার ব্রতকথা হর কৈল মনে॥
মোর সেবা ত্যজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ।
ত্বরিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ॥
হেন বাক্য হৈল যদি মহেশের তুণ্ডে।
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে কুমারের মুণ্ডে॥
এতেক বচন যদি বলে পুরন্দর।
চরণ ধরিয়া স্তুতি করে নীলাম্বর॥

নীলাম্বরের শিবস্তুতি।

চরণে ধরিয়া হরে কুমার বিনয় করে
অপরাধ ক্ষম কৃপাময়।
করিলাম লঘু পাপ দিলা গুরুতর শাপ
ব্যাধকুলে জনম নিশ্চয়॥
আরোপিয়া পাণিপুট পান করি কালকূট
ত্রিভুবন কৈলা পরিত্রাণ।
তুমি সত্য গুণধাম কিঙ্করে হইলা বাম
মোর দৈব ইহাতে নিদান॥

সুর নর নাগ যে বা করয়ে তোমার সেবা
কেহ নাহি পায় অধোগতি।
আমার পাপের ফলে শাপাধীন ব্যাধকুলে
জন্ম করাইলা পশুপতি॥
শরণ লইয়া যে বা করে শিব তব সেবা
তার কিবা হয় অবিনয়।
না দেখি এমন সৃষ্টি চন্দ্র হৈতে বিষবৃষ্টি
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়॥
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাম কামঅরি
ফলযোগে হৈলা প্রতিকুল।
নিতান্ত দৈবের দোষে ভরা দিনু লাভ আশে
হরি হরি নাশ গেল মূল॥
বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়
যেই ইচ্ছা করহ তেমন।
কৃপা কর দেববর্গ না চাহি নরক স্বর্গ
তোমার চরণে থাকু মন॥
দেখিয়া তাহার দুখ লাজে হর হেটমুখ
আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন।
হইয়া চণ্ডীর ভক্ত চারি মাসে হবে মুক্ত
আসিবে আপন নিকেতন॥

এতেক বলিয়া হর কৃপা করি দিলা বর
নীলাম্বরে দিলা আলিঙ্গন।
চৌদিকে বান্ধব মেলা গলায় তুলসী মালা
গঙ্গাজলে করিল শয়ন ॥

ইন্দ্রের শিবস্তব।

নীলাম্বর শাপ হেতু ভাবিত অন্তর।
পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর ॥
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বার বার।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
পুত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান।
তুমি সত্য তোমা বিনা নাহি দেখি আন ॥
অভক্তি তোমার পদে বিপদ নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কর জয়।
যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয় ॥
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি।
ত্রিভুবন মধ্যে তার নাহিক দুর্গতি ॥
মোর নিবেদনে প্রভু কর অবধান।
পুনর্ব্বার পুষ্প তুলিবারে দেহ পান ॥

ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর।
অঞ্জলি করিয়া পান নিল পুরন্দর॥

নীলাম্বরমরণে ছায়া সহমৃতা।

হৈল জলসহী পতি ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী
লোকমুখে শুনিল বারতা।
চৌদিকে বেষ্টিত সখী সন্তাপে মলিনমুখী
হরি হরি স্মরয়ে বিধাতা॥
ইন্দ্রবধূ কান্দে ছায়া সকল ত্যজিয়ে মায়া
স্বামী গৈল প্রথম যৌবনে।
নীলাম্বর করি কোলে বসিয়া গঙ্গার জলে
হৃদয়ে যুগল মুষ্টি হানে॥
পড়িয়া চরণ তলে ছায়া সকরুণা বলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেকে দারুণ হয়ে পাসরিলে নিজপ্রিয়ে
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ ছায়ারে সঙ্গেতে লহ
পাসরিলা পূর্ব্বের পিরীত।
তুমি যাহ যথা তথা আমি আগে যাই তথা
আজি কেনে কৈলা বিপরীত॥

মোর পরমায়ু লয়ে চির কাল থাক জীয়ে
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবা তুমি সে গতি পাইব আমি
রহিব তোমার পদতলে॥
রতি তুলিতে ফুল বিধি হৈলা প্রতিকূল
জীবন ত্যজিলা হর শাপে।
পশু কপালিনী ছায়া শঙ্কর ত্যজিলা দয়া
মরিনু পরম পরিতাপে॥
দেহ যোগ নহে সত্য কেবল মরণ নিত্য
সর্ব্ব লোকে এই কথা জানে।
যৌবনে মরণ কাল হৃদয়ে রহিল শাল
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে॥
সিন্দুর তিলক ভালে চিরণি কুন্তলে দোলে
সঘনে নাড়য়ে আব্রুডাল।
সঘনে হুলুই পড়ে ছায়া চতুর্দ্দোলে চড়ে
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল॥
অনল জালিয়া কুণ্ডে ঘৃত ঢালে ভাণ্ডে ভাণ্ডে
সুরনদী তীরে শুভদতী।
দুইকুলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল সতী
পতির মরণে ছায়াবতী॥

কালকেতুর জন্ম।

পূর্ণ হৈল দশ মাস ইন্দ্রসুত গর্ভবাস
ভুঞ্জেন আপন কর্ম্মফলে।
প্রসূতি মারুত লড়ে অনুক্ষণ ব্যথা বাড়ে
লোটায় নিদয়া মহীতলে॥
সখীস্কন্ধে দিয়া কর আইসে যায় বাহির ঘর
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানি।
আসি কেহ প্রিয়সই মুখে তুলি দেয় থই
নিদয়া স্বামিকে কহে বাণী॥
বসিলে উঠিতে নারি উদর হইল ভারি
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেটে স্থচী যেন বিন্ধে পেটে
দূর হৈল জীবনের আশ॥
আমার বচন শুন ধাত্রিকা ডাকিয়া আন
যেই জানে প্রসব সন্ধান।
খুজিয়া নগরে জ্ঞানি করহ ঔষধ পানি
নিদয়ার রাখহ পরাণ॥
শুনি নিদয়ার কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
চলে ব্যাধ কলিঙ্গ নগরে।

সেবকের দুঃখ খণ্ডী ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী
উরিলেন ব্যাধের মন্দিরে ॥
কিঙ্কর পুত্রের লেখা পথে চণ্ডী দিলা দেখা
পড়ে ব্যাধ চণ্ডীর চরণে।
কৃপা করি ঠাকুরাণী যে জান ঔষধ পানী
নিদয়ারে রাখহ পরাণে ॥
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন কথা শুনিয়া প্রসব ব্যথা
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে।
কেমন পুণ্যের ফল নিদয়া পীলেন জল
কুমার পড়িল ভূমিতলে ॥
উণ্ডা উণ্ডা করে সুত দুই জন হর্ষযুত
নিদয়ার সফল মানস।
সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্ম্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ ॥

কালকেতুর বাল্যলীলা।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি
সভার লোচনসুখহেতু ॥

নাক মুখ চক্ষু কাণ কুঁদে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপ গুণ শীল বাড়া বাড়ে যেন হাতী কড়া
যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাঁটী
করযোড়া লোহার শিকলি।
বুকশোভা ব্যাঘ্রনখে অঙ্গে রাঙ্গাধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলি॥
কপাটবিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরি জিনিয়া মাঝ
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা
কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান রাঙ্গা ধড়ী মস্তকে জালের দড়ী
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল॥
সহিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জন আঁকড়ি করে আছাড়ে ধরণী ধরে
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে শশারু তাড়িয়া ধরে
দূরে গেলে ধরায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে লতায় জড়িয়া বান্ধে
ভার লয়ে বীর আসে ঘরে॥
...ক আসিয়া ঘরে শুভ তিথি শুভ বারে
...ন্তু দিল ব্যাধসুতকরে।
...াটা দিয়া বিন্ধে রেজা ঝাড়িতে শিখায়ে নেজা
চামর চৌতুলি দেয় শিরে॥
...ষ্ঠ হয় যেই দিনে বনে যায় বাপ সনে
আগে ধায় জিনিয়া পবনে।
...াড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
...ত্তা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে॥
...হযোগে একবার পিতাপুত্রে লয়ে ভার
হাটে গেল নিদয়ার সনে।
...রা নিদয়ার কাছে মাংসের-পসরা বেচে
ফুল্লরা আছেন সন্নিধানে॥
...রা নিদয়ারে বলে কি হয়েছে পুত্র কোলে
তারে কিছু বলেন নিদয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সই বৃদ্ধি হয় পরমাই
বর দেহ ঝাট হয় বিয়া॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ দড় দুজনে একত্র জড়
মনে মনে চিন্তে হিরাবতী।
ফুল্লরা সেবেছে হর এই তার যোগ্য বর
যেমন মদন আর রতি॥
সাজিঞ ওঝা ফুল তুলি হাতে কুশ কান্ধে ঝুলি
আইল ধর্ম্মকেতু সন্নিধান।
কর্কট কমঠ ভেট দিয়া কৈল মাথা হেট
সাজিঞ ওঝা করিল কল্যাণ॥

কালকেতুর বিবাহোদ্যোগ।

সোমাই পণ্ডিত সঙ্গে বসিয়া বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে॥
শত শত পুরুষে তোমরা পুরোহিত।
দেবের সমান দেখি তোমার চরিত॥
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।
কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস॥
এতেক বলিল ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়সুতা পড়ে তার মনে॥
অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলেন বাট।
সবে গেলা নিকেতন সমাপিয়া হাট॥

সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ।
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদসরসিজ ॥
এমত সময়ে তথা ফুল্লরা সুন্দরী।
পুরোহিতে নতি করে কর যোড় করি ॥
কহেন সঞ্জয়কেতু দিব এক ভার।
ফুল্লরার বর খোজ উদ্যোগ তোমার ॥
এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা ॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধুজন মেলিয়া ইহার গুণ গণে ॥
চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্ম্মকেতু।
তার পুত্র কালকেতু কুলযশহেতু ॥
একাদশ বৎসরের যেন মত্ত হাতি।
অর্জ্জুন সমান যার ধনুকে সুখ্যাতি ॥
সেই বরযোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
চাহিয়া পাইলা যেন হাঁড়ি আর সরা ॥
একে পায় আরে চায় বলে হিরাবতী।
আমার ফুল্লরা কন্যা আন্ধারের বাতী ॥
পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।
ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পণ ॥

পাঁচগণ্ডা গুআ পাবে গুড় দুই শের।
ইহা বই আর কিছু না করিও ফের ॥
ত্বরা করি গেলা দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু।
কহিল সকল কথা বিবাহের হেতু ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য করিল হইল ব্যাধ মেলা।
সঞ্জয় আনিয়া বরে দিল বরমালা ॥
গোলাহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যার দর্শনি দিয়া ধরিল লগন ॥
রবিবার ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি ॥

কালকেতুর বিবাহ।

নানা দ্রব্য কিনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুগণ।
লয়ে অধিবাস ডালা কিরাতনগরে গেলা
বন্ধুসহ সোমাই ব্রাহ্মণ ॥
আসনে বসিল দ্বিজ পূর্ব্ব মুখে সরাসিজ
শুভ ক্ষণে বান্ধিলা ছান্দলা।
গোময় লেপিয়া মাটী আলিপনা পরিপাটী
চতুর্দ্দিকে বান্ধবের মেলা ॥

ফুল্লরার গন্ধ অধিবাস।

সুবেশ ফুল্লরা নারী সঙ্গে সখী পাঁচ চারি
হিরাবতী হৃদয়ে উল্লাস॥
পরিয়া হরিদ্রাবাসে কটাক্ষ করিয়া হাসে
যত ছিল পরিহাস্য জনে।
ছায়ামণ্ডপের তলে মন অতি কুতূহলে
বসিলা পিতার সন্নিধানে॥
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে বেদমন্ত্র পড়ে ঘটে
গণেশ করিয়া আবাহন।
পূজি পঞ্চ উপচারে অন্য অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন॥
মহী গন্ধ ধান্য শিলা দূর্ব্বা শত পুষ্পমালা
ঘৃত দধি স্বস্তিক সিন্দূর।
শঙ্খ কজ্জল সোণা তাম্র রৌপ্য গোরোচনা
চামর দর্পণ কর্ণপূর॥
দ্বিজ সূত্র বান্ধে করে মুকুট বান্ধিল শিরে
জয় জয় ধ্বনি চারি ভিতে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা একে একে চেদিরাজা
ঘৃতধারে দৈল পুরোহিতে॥

সকল মঙ্গল কর্ম্ম যেবা ছিল কুলধর্ম্ম
ধর্ম্মকেতু কৈল সমাপন।
মুকুটমণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর
বন্দে দ্বিজ গুরুর চরণ॥
গমনের শুভ বেলা বাগ্‌দি যোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ।
বরযাত্রী পড়ে সাড়া ঢেমসা দগড় কাড়া
বর বেড়ি বাজয়ে বাজন॥
কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি দেয় ব্যাধনিতম্বিনী
নিদয়ার জনম সফল॥
চৌদিকে দিয়টি জলে যায় সবে কুতূহলে
বরযাত্রী আনন্দিত মন।
জামাতা গৌরব হেতু আসিয়া সঞ্জয়কেতু
নানারূপে করে সম্ভাষণ॥
ছায়ামণ্ডপের মাঝে বসাইল বর সাজে
বন্ধুজনে করে কুতূহল।
স্বস্তিবাক্য দ্বিজে করে বরণ করিল বরে
বীর ধড়া স্ফটিক কুণ্ডল॥

কালকেতুর পশু সঙ্গে যুদ্ধ।

জালদড়ি বান্ধিয়া রঞ্জিত কৈল কেশ।
রাঙ্গা ধূলি মাখিয়া অঙ্গের করে বেশ॥
প্রণাম করিল বীর চণ্ডীর চরণ।
গহন কাননে গিয়া দিল দরশন॥
কাননে থাকিয়া বাঘা দেখে মহাবীর।
সাড়া পেয়ে তখন আইসে ধীরে ধীর॥
চির দিন রোষে বাঘ শোকাকুল তনু।
লম্ফ দিয়া বাঘা ধরে তার মহা ধনু॥
বজ্র মুটকি বীর মারে বাঘ মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত উঠে তুণ্ডে॥
বজ্র মুটকি শিরে মারে মহাবীর।
এক ঘায় বাঘা তথা ত্যজিল শরীর॥
সমরে পড়িল ব্যাঘ্র হৈল বড় শোক।
রাজ স্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলেক কোক॥
শুনিয়া কোকের মুখে বাঘের মরণ।
কোপে সিংহ ধেয়ে যায় করিবারে রণ॥
লাঙ্গূল তুলিয়া সিংহ মাথার উপর।
কলার বাগুলা যেন কম্পিত কেশর॥

বিরলে করিয়া স্থান জামাতার করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান নিছিয়া ফেলিল পা
গাঁথি গলে দিল পুষ্পমালা॥
চারি দিগে গীত নাট ফুল্লরা চড়িল পাট
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে।
চৌদিগে ব্যাধের নারী উচ্চৈঃস্বরে বলে
ছায়নি করিল কন্যাবরে॥
বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জয়কেতু
করে কুশকরে কন্যা দান।
যৌতুক ধনুক খান তিন তীর খরশাণ
আর দিল যে ছিল বিধান॥
ঢেমসা বাজায় পড়া দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি করে হো
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি॥
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।
চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু কুটুম্ব জিজ্ঞাসা হেতু
বেহাইরে মাগিল বিদায়॥

পশুরাজ সঙ্গে বীর যুঝে কালকেতু।
দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু॥
চতুর্দ্দিগে বীর বেড়ি সিংহ ডাকি বলে।
আমার সকল পশু তুমিত মারিলে॥
পড়িলি আমার হাতে নিকট মরণ।
নখে দন্তে লেঙ্গে তোরে করিব নিধন॥
মহাবীর বলে মোর হৈল বড় ভাল।
মরিবার তরে পশু নিকটে আইল॥
যেই পশু চাহিয়া বেড়াই বনস্থলে।
হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন।
আকাশেতে বজ্রাঘাত হইল যেমন॥
ধাইল কুঞ্জর বল বড়ই দুরন্ত।
বীরের শরীরে আসি ঠেকাইল দন্ত॥
খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করি গণ্ড।
বালকে যেমন কাটে ইক্ষুকের দণ্ড॥
পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি।
ধাইল সমরে সিংহ সমীরণগতি॥
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর।
শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর ঝর॥

দুই জনে যুদ্ধ করে দুই মহাবল।
দোঁহাকার পদভরে ক্ষিতি টল মল ॥
রণ ছাড়ি মৃগেন্দ্র পলায় দড় বড়ি।
পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি ॥
ধনুকের বাড়ি খেয়ে সিংহ নাহি ফিরে।
লাঙ্গূল লোটায় তার অবনি উপরে ॥
দেবীর বাহন বলি নাহি মারে বীর।
প্রাণ পেয়ে মৃগরাজ পান করে নীর ॥
সেই দিন মহাবীর যায় নিকেতন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চাড়া
খর খুর কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে জাল দড়ি কানে ফটিকের কড়ি
মহাবীর করিল পয়ান ॥
দূরে থাকি দেখে চর কহে সিংহ বরাবর
কালকেতু ঐ আইসে বন।
করি অতি বড় দম্ভ পথ আগুলিল সিংহ
দুই জনে করে মহারণ ॥
সিংহ মহাবীরে রণ চমকিত পশুগণ
অবিরত দোহার গর্জ্জন।

সিংহের না বল টুটে অস্ত্র নাহি গায় ফুটে
ঝড় বহে নিশ্বাস পবন ॥
সিংহ মুখ যেন দরী নখ যেন তীক্ষ্ণ ছুরি
ছুটে গোঁফ লাগিল শ্রবণে।
দশনের কড়মড়ি ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি
যেন তারা উদয় লোচনে ॥
কাঁপয়ে উন্মত্ত জটা ব্যোম ছাড়ি মেঘ ঘটা
যেন ফিরে বিজলি সঞ্চারে।
ধায় অতি শীঘ্র গতি নখে আঁচড়িয়া ক্ষিতি
ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে ॥
এক তোলা দেয় গোঁফে ফেলি শরাসন লোকে
আগুলয়ে সিংহের সরণি।
ধাইতে বীরের দাপে ভয়ে বসুমতী কাঁপে
ধুলায় লুকায় দিনমণি ॥
মার মার বীর ডাকে বাণ মারে ঝাঁকে ঝাঁকে
সঘনে বাজায় জয়শঙ্খ।
সঘনে ছাড়য়ে গুলি শ্রবণে লাগয়ে তালি
ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক ॥
গগণে উঠিয়া চাপে বীরকে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।

তুলিয়া মহিষ ঢালে সিংহেরে হানিল ভালে
দারুণ মুটকী মারে মুখে ॥
সিংহ বড় রণে দড় বীরেরে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিল গগণে।
পড়িল বীরের গায় লুকাইল ঢালে কায়
সিংহ রহে বীরের চরণে॥
পরাক্রম নাহি টুটে কেশরী মেলিয়া উঠে
যেন ক্ষিতি উদয় তপন।
ধাইয়া কানন মাঝে সিংহেরে ধরিল লেজে
বিষধরে গরুড় যেমন ॥
লেজে ধরি দিল পাক সিংহ যেন ফিরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল।
তুলিয়া আছড়ে ভুয়ে শোণিত নিকলে মুয়ে
দুই অঙ্গে বহে ঘামজল ॥
বাঘ পৃষ্ঠে মারে বাড়ি লয়ে যায় তাড়াতাড়ি
ভল্লুক প্রবেশে গিয়া গড়ে।
সরভ পলায়ে যায় বীর ধরে পাছু পায়
পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে॥
মাথায় লাঙ্গুল তুলি বাঘ আইসে মুখ মেলি
বাকসের পুষ্প হেন দাঁড়া।

ফেলিয়া মারিল টাঙ্গি বাঘের দশন ভাঙ্গি
লেজে ধরি দেয় পাকনাড়া ॥
সিংহ চাহে কোপ দৃষ্টে আঁচড়ে বীরের পৃষ্ঠে
করজে করিল ছারখার।
বজ্র সম নখ ধরে দুই বীরে যুদ্ধ করে
অঙ্গে বহে শোণিতের ধার ॥
দোঁহে বাহু কসাকসি যেন যুঝে রাহু শশি
প্রখর নখর যম ধর।
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে সিংহের দশন ভাঙ্গে
অঙ্গে যেন জাঁতয়ে কিঙ্কর ॥
কেশরিকে ধরি বলে পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে
কৃপায় ছাড়িল মহাবীর।
সিংহ রণ ছাড়ি যায় বীর পানে ঘন চায়
ত্রাসেতে পিলেক সিংহ নীর ॥
কালকেতু রণজিত আনন্দে সরসচিত
আইল আপন নিকেতন।
রচিলা ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ভগবতীর গোধিকা রূপ ধারণ।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খর খুর কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে রাঙ্গা দড়ি কর্ণে স্ফটিকের কড়ি
মহাবীর করিল পয়াণ॥
দেখে কালকেতু সুমঙ্গল।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বিকসিত সরসিজ
বামে শিবা ঘটে পূর্ণজল॥
চৌদিগে মঙ্গল ধ্বনি দক্ষিণে আশুশুক্ষণি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।
দেখিল রুচির তনু বৎসের সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি॥
দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা হীরা নীলা মোতি
বাম ভাগে বারনিতম্বিনী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা রায় কেহ নাচে কেহ গায়
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি॥
দেখি বীর শুভরীত আনন্দে সরস চিত
প্রবেশ করিল বন আগে।

দেখিল রুচির তনু রূপে জিনি হেম ভানু
স্ববর্ণ গোধিকা সব্য ভাগে॥
স্ববর্ণ গোধিকা দেখি মহাবীর হৈল দুঃখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে।
দেখিল মঙ্গল যত সকল হইল হত
দৈব দুঃখ দেন সতে গণে॥
গোধিকা যাত্রিক নয় সকল পুরাণে কয়
কূর্ম্ম গণ্ডা শালূক শশক।
কৃপা কর গুণধাম সেবকবৎসল রাম
তব নাম দুঃখনিরাকর॥
যদি বা সাসিয়া রাণ লই গোধিকার প্রাণ
না যাইবে দৈন্য দুঃখ জালে।
যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেবতা তুমি
নৈলে তোমা পোড়াব অনলে॥

কালকেতুর কানন প্রবেশ।

কাননে প্রবেশি বীর করে শোভে তিন তীর
ঘন ঘন গোঁফে দেয় তার।
পাতিয়া বাগুরা দড়া আগুলে বনের মুড়া
কাননে করিল মহামার॥

হাতে গণ্ডি ফিরে কালকেতু।
জাল ফাঁদ বনে এড়ি ঝোপ ঝাপে মারে বাড়ি
মৃগ বধে জীবনের হেতু॥
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে নেহালিয়ে ঝোড় ঝাড়ে
দরী গিরি শিখর কানন।
ধায় মৃগ অনুপদী ঘামে অঙ্গে বহে নদী
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ॥
নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে আইল বিহল চুণ্ডে
ঝিণ্টী ঝাউ ঝোরনা গহন।
চৌদিকে নেহালে শাখী বাসা আছে নাহি পা
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন॥
দেখি মৃগ খুর নখ না চলে লোচন পথ
কাছে মৃগ দেখিতে না পায়।
দৈন্য জরা দুঃখ খণ্ডি পুনঃ দেখা দিল চণ্ডী
মৃগ পক্ষী হৈল লুকি কায়॥
শুকান কানন দেখি কাঠে কাঠে তোলে শিখী
পোড়ে উলু কেশে বেনা বন।
দৈন্য দুঃখ শোক খণ্ডি কৃপা দৃষ্টি দিলা চণ্ডী
মায়ামৃগ রূপেতে তখন॥

সর্ব্বমঙ্গলার মৃগীরূপ ধারণ।

বীরের বিক্রম দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী।
যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্গে যুদ্ধ করি॥
মহিষ অসুর জম্ভ শুম্ভ ও নিশুম্ভ।
বীরের সমান কেহ নাহি দেখি দম্ভ॥
মায়ামৃগী হয়ে দেখি বীরের পাইকালা।
মৃগীরূপা হৈলা বনে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
উত্তরিলা দেবী কালকেতু সন্নিধানে।
দেখি বীর আকর্ণ পূরিয়া ধনু টানে॥
মৃগ অনুপদে বীর ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণে ক্ষণে ধূলায় লুকান ভগবতী॥
এই পাপ মায়া মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
মোরে বিডম্বিতে কৈল বিধি।
যেন রামে বিড়ম্বিতে আইল কানন পথে
মারীচ যেমন মায়ানিধি॥
গায়ে রতন প্রচুর রজতের চারি খুর
হেমময় উভয় বিষাণ।
ইহার বেগের কথা উপমান দিব কোথা
লাগ নিতে নারে হনুমান॥

বদরী ফলের তুল্য নাসা অগ্রেতে অমূল্য
গজমুক্তা তাহে লম্বমান।
কণ্ঠেতে কনক হার হীরায় গাঁথনি তার
কার সঙ্গে দিব উপমান॥
অতসী কুসুম বর্ণ প্রবাল রুচির কর্ণ
কমলের দল দুই আঁখি।
আমিত বৎসর সাত মৃগ মারি খাই ভাত
এমনত কভু নাহি দেখি॥
হেন লয় মোর মনে পূজিয়াছে কোন জনে
এই ত হরিণী অভিলাষে।
লইয়া এ নানা ধন বিপাকে আইল বন
আমার দুঃখের অবশেষে॥
এই মৃগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি
ফুল্লরা পরিবে মৃগ ছাল।
মণি ও মাণিক্য যত হেমময় মরকত
পাইলে ঘুচিবে দুঃখ জাল॥
হেমময় মৃগ দেখি আমি মনে হেন লখি
মোরে ধন মিলিল প্রচুর।
আমি যদি মনে করি পবন ধরিতে পারি
হরিণী পলাবে কত দূর॥

পুলকে পূর্ণিত তনু লুকিয়া ধরয়ে

ঘন ঘন গোঁকে দেয় তোলা।

দেয় ধনুকে টঙ্কার ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার

অঙ্গেতে মাখয়ে রাঙ্গা ধুলা॥

মৃগ ক্ষণে ক্ষণে উড়ে ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে

মৃগী দেখি নাহি দেখি ছায়া।

ক্ষণেক তাণ্ডব করে ক্ষণে যেন চক্র ফিরে

মৃগ নহে দেবতার মায়া॥

মৃগের দেখিয়া রূপ কালকেতু ভাবে দুখ

না করিতে পারিল সন্ধান।

আকর্ণ পুরিল শর কোথা গেল মৃগ বর

দূরে গেল বীরের অভিমান॥

কালকেতুর কাননে খেদ।

বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচন জলে

বিষাদ ভাবেন কালকেতু।

কোন দেব দিল শাঁপ কিবা পশুবধ পাপ

দুঃখ আমি পাই সেই হেতু॥

হয়ে ব্যাধকুলে জন্ম করি পশুহিংসা কর্ম্ম

বেচিয়া সম্বল নিত্য করি।

দুর্গম কাননে ভ্রমি মৃগ না পাইনু আমি
সম্বল আশয়ে মিথ্যা ফিরি॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক কাহার নাহিক শোক
নিবাস করয়ে ত্রিভুবনে।
এই পাপ ভুঞ্জিবারে বিধি জন্মাইল মোরে
পশু মারি বিবিধ বিধানে॥
অনুদিন বনে ফিরি ঝোড়ে ঝাড়ে বাড়ি মারি
গায়ে ছড় কাঁটা ফুটে পায়।
গণ্ডার শার্দ্দুল করি কত বনে বধ করি
তথাপি পরাণ নাহি যায়॥
অধর্ম্ম সঞ্চয় করি অনুদিন বনে ফিরি
ধিক ধিক আমার জীবনে।
কাহারে মাগিব ধার কে মোরে করিবে পার
প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে॥
যে দিনে যত্তেক পাই সেই দিনে তাহা খাই
সম্বল না থাকে দেড়ি ঘরে।
তিন শর শরাসন বিনা আর নাহি ধন
বান্ধা দিতে ধায়ে বা উধারে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে অচেতন ভূমে পড়ে
রহিয়া ক্ষণেক নিদ্রা জ্বালে।

অনেক বিলাপ করি উঠে প্রাণে ভর করি
মুখ মুছে ধড়ার অঞ্চলে ॥
হাতে করি ধনু শরে যায় বীর ধীরে ধীরে
সুবর্ণগোধিকা পুন দেখে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বান্ধে বীর গোধিকারে
ধনুকের ছলে বান্ধি রাখে ॥
যাত্রাকালে তোমা দেখি বনে ফিরি হয়ে দুখি
নকুল বদলে তোমা খাব।
পাড়িলা আমার হাতে এড়াবে কেমন মতে
জিয়ন্ত লইয়া পোড়াইব ॥
এমন বীরের কথা শুনিয়া ভুবনমাতা
মনে ভাবে কি বুদ্ধি কহিব।
মহিষ অসুর জন্ত নাশিনু তাহার দন্ত
বীর হস্তে কেমনে এড়াব ॥
কংসনদী তীরে বীর করে স্নান দান।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে করে জল পান ॥
পথে যায় মহাবীর খায় বনফল।
মলিনবদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥
কান্দে বীর কালকেতু মনের সন্তাপে।
এত দুঃখ পাই কোন দেবতার শাপে ॥

আক্ষটির ঘরে হৈল আমার জনম।
পশুজাতি বধ হেতু আমার জীবন॥
উত্তম মধ্যম যত সৃজিলা বিধাতা।
সবাকার নাহি হেন সম্বলের কথা॥
নানা উপভোগ সুখ করে এ সংসারে।
দুঃখ ভুঞ্জিবারে বিধি সৃজিলা আমারে॥
হেতাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে।
নরক ভুঞ্জিতে আমি আইনু ভারতে॥
বিনা অপরাধে আমি বধি পশুগণ।
অধর্ম্ম সঞ্চয় হেতু আমার জীবন॥
দুঃখিনী ফুল্লরা আছে আমার প্রত্যাশে।
কি বলিয়া দাঁড়াইব ফুল্লরার পাশে॥
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ধান্য ধারি দুই আড়ি॥
সুকৃতী পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু।
দুঃখভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু॥
কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উদ্ধার।
হেন বন্ধুজন নাহি আছে কেহ আর॥
বিষম মঙ্গলচণ্ডী মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে॥

সুন্দরীবেশে চণ্ডীর ফুল্লরা নিকট গমন।

সখীগৃহে খুদ্দশের করিয়া উদ্ধার।
সত্বরে চলিলা রামা কুঁড়্যার দুয়ার॥
বাম বাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি
কুঁড়্যার দুয়ারে দেখে রাকাচন্দ্রমুখী॥
প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্য ভাষা॥
হাস্যমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস।
ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস॥
ইলাবৃত দেশে ঘর জাতিতে ব্রাহ্মণী।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।
সাতসতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
তুমিগো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এইস্থানে কিছু দিন করিব বসতি॥
হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে॥
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥

কুল্লরা সহিত চণ্ডীর কথোপকথন।

এ রূপ যৌবন ছাড়িয়া ভবন
কেন আইলা পরবাস।
কহ গো সুন্দরী কেন একেশ্বরী
ভ্রমিতে নাহি তরাস॥
ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখগন্ধে
কত শত ধায় অলি।
তোর মুখশশী মন্দ মৃদু হাসি
সঘনে পড়ে বিজলি॥
জিনি নীলগিরি তোমার কবরী
মণ্ডিত মল্লিকা মালে।
বিধি কুতুহলী সুস্থির বিজুলী
আনিলেক কেশজালে॥
কপোলমণ্ডল চঞ্চল কুণ্ডল
বদন বিধু মণ্ডলে।
তোর রূপসীমা কি দিব উপমা
নাহি তিন লোকে মিলে॥
ললাটে সিন্দুর তম করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু।

চন্দনের বিন্দু　তাহে কিবা ইন্দু
　　শোভে অকলঙ্ক তনু ॥
হেমলতা তনু　তোর ভুরু ধনু
　　অপাঙ্গ মদন গুণে।
কাজল গরল　বিষ কি প্রবল
　　ধরসি কিবা কারণে ॥
জিনি গজমতি　তোর দন্তপাঁতি
　　হাসিতে বিজুলি খেলে।
পাকা বিম্বফ　জিনিয়া অধর
　　নাসায় মাণিক দোলে ॥
বরণ উজ্জলি　কনক বউলি
　　শোভিছে তোর কুণ্ডলে।
বিধুদন্ত শোভা　সৌদামিনী কিবা
　　ছাড়ি আইল কেশজালে ॥
শোভে অনুপাম　কণ্ঠে মণিদাম
　　কত মরকত তায়।
বক্ষের কাচলি　করে ঝিলিমিলি
　　শোভিছে অঙ্গ ছটায় ॥
করে শঙ্খ দেখি　হেন মনে লখি
　　উর্ব্বশী আইলা আপনি।

কিবা আইলা উমা রম্ভা তিলোত্তমা
কমলা কি ইন্দ্রাণী ॥
নাহি লখি তোমা কার বোলে রামা
কি হেতু ছাড়িলা পতি।
সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে
ঔষধে মোর বসতি ॥
কিবা পতিদোষ দেখি কৈলা রোষ
সত্য কহ মোরে বাণী।
এ বিরক্ত জ্বরে যদি পতি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানি ॥
শাশুড়ী ননন্দ কিবা বলে মন্দ
স্বরূপ কহ আমারে।
তোর সঙ্গে যাব অনেক নিন্দিব
বুঝাব নানা প্রকারে ॥
কুল্লরার বাণী শুনিয়া আপনি
উত্তর দিলা পার্ব্বতী।
রচিয়া স্বছন্দ গাইল মুকুন্দ
বদনে যার ভারতী ॥
কি আর জিজ্ঞাসা কর আইনু তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুঃখ।

দিয়া আপনার ধন তুষিব নীরের মন
আজি হৈতে সম্পদের সুখ ॥
কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
সেরঞ্চ গরল খায় মোর পানে নাহি চায়
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে ॥
গঙ্গা বড়ই জঞ্জালি সদাই পাড়য়ে গালি
স্বামির সোহাগ দরপে।
দেখিয়া পতির দোষ হইল পরম রোষ
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে ॥
আমার কর্ম্মের গতি উগ্র হৈল মোর পতি
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতীনের জ্বালা কতবা সহিবে বালা
পরিতাপে হয়ে গেনু কালি ॥
প্রভুর সম্পদ বড় সাত সতীনেতে জড়
অলক্ষণ জঞ্জাল কন্দল।
কি মোর কপালে ফল খাইয়া ধুতুরা ফল
আচম্বিতে হইল পাগল ॥
বিভূতি মাখেন গায় ঝিমিকে ঝিমিকে যায়
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।

ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ বাজায় ডমরু শৃঙ্গ
গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥
কি হবে বিষয় সুখ তাহে পতি পরাঙ্মুখ
তারে বলে সবে কাম অরি।
বিধি মোরে হৈল বাম না গণিনু পরিণাম
বনবাসি হইনু কি করি ॥
এবে বিধি হৈল সখা বীর সঙ্গে পথে দেখা
সত্য করি আনে নিজঘরে।
শুনগো ব্যাধের ঝি তোমারে বুঝাব কি
এবে আমি যাব কোথাকারে ॥

চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার হিতোপদেশ।

আমি তোরে বলি ভাল স্বামির বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুনগো বিমূঢ়মতি যদি ছাড় নিজ পতি
কেমনে দেখাবে লোকে মুখ ॥
স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন স্বামী বিনা অন্য জন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা ॥

দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান খ্যাতি
কোপ কর নীচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ আইলা পরের বাস
আপনার কি সাধিতে মান॥
অবোধ অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
লোকে ব্যভিচারী বলে জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে
অবিচারে কৈলা অনুচিত॥
সতীনে কন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানি।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতীনের কিবা হবে হানি॥
ফুল্লরার কথা শুনি ভগবতী মনে গুণি
উত্তর দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণভূমির পতি রঘুনাথ নরপতি
জয় চণ্ডী তাঁরে কর দয়া॥

চণ্ডীর উক্তি।

শুন গো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী।
আইনু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি॥

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব॥
কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি॥
মোর উপদেশেতে তোমার কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা করে আপনার লাজ॥
উচিত বচন যদি বলিলা ভবানী।
না বুঝিয়া দুঃখ করে ব্যাধনিতম্বিনী॥

ফুল্লরার বারমাসিয়া।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘর তালপাতের ছায়নি॥
ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্যে ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥

পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণে।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসনে॥
বৈশাখ হৈল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন।
রবি করে করে সর্ব্বশরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়ে জল খাইতে না পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস।
বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে॥
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পূরে।
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোক নাহি খায় ফণি॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি নীরে॥

দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়্যায় আসে বান॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥

উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি।
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা তনূনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন॥
হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥
নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজ্ঝটী।
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আক্ষটী॥
ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্ব জনে নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥
সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে।
পীড়িত তপস্বিগণ বসন্ত বাতাসে॥

শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে আমোদিনী হইবে ব্যাধিনী॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খর তর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্ম ফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥
মধুমাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি॥

ফুল্লরার রোদন ও কালকেতু নিকট গমন।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।
শীঘ্রগতি গোলাহাটে দিল দরশন॥
গদ গদ বচন চক্ষুতে বহে নীর।
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলে রতা॥
সতা সতীন্ নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলা মোরে জাগ্রত স্বপনে।
দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে॥
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ॥
আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে রাম।
তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্ব্বার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥
সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥
সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী।
তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসে দেখি॥
পসরা চুপড়ি প্যাটা লইল ফুল্লরা।
চলিলেন গোলাহাটে ত্যজিয়া পসরা॥

আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারী জন।
পশ্চাতে চলিলা কালু ব্যাধের নন্দন ॥
নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন।
দেখিতে পাইল দোঁহে অভয়া চরণ ॥
ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘর খানি করে ঝল মল।
কোটি চন্দ্র প্রকাশিত গগণ মণ্ডল ॥
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীকে কালকেতুর পরিচয় জিজ্ঞাসা ও উপদেশ।

আমি ব্যাধ নীচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু।
কিবা দ্বিজ দেব কন্যা ত্রিভুবনে একধন্যা
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু ॥
ব্যাধ সে হিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়
শ্মশান সমান এই স্থান।
কহি আমি সত্য বাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
প্রবেশে উচিত হয় স্নান ॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন পাশ
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।

যদি হয় পাপ নিশা লোকে গাবে দুষ্ট ভাষা
রজনী বঞ্চিলা কার সাথে॥
পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যা তথা উপনীত হুঁহাকারে অনুচিত
হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥
দেখিগো উত্তম জাতি দেবের সমান ভাতি
তুয়াপদে কি বলিতে জানি।
শুনিয়া বীরের কথা লাজে চণ্ডী হেটমাথা
মুকুন্দ রাচল শুদ্ধ বাণী॥
মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষদ কুপিত বীর বলে যোড়পাণি॥
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান রামা ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥
একাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজঘর।
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর॥
বড়র বহুরী তুমি বড় লোকের ঝি।
বুঝিয়া ব্যাধের ভার তোর ভাল কি॥

শতেক রাজার ধন অভরণ অঙ্গে।
মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে॥
হিত উপদেশ বলি শুন ব্যবহার।
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার॥
মোর বোলে চল ঘর পাবে বড় সুখ।
রাজার গোচর হৈলে পাবে বড় দুখ॥
এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিল উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥
শরাসনে আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ।
হাতে শরে রহে বীর চিত্রের নির্ম্মাণ॥
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
বলেন করুণাময়ী মৃদু মন্দ স্বরে॥
আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃ শর॥
মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।
ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়া গুজরাট বন॥
প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গরু ধান।
পালিবা সকল প্রজা পুত্রের সমান॥

শনি কুজ বারেতে করিহ মোর জাত।
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ॥
এতেক শুনিয়া বীর চণ্ডীর বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন॥
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
কি কারণে মোর ঘরে আসিবে পার্ব্বতী॥
আদ্যা শক্তি মোর মনে না হয় প্রত্যয়।
পরস্তত্ত্ব বিদ্যা জ্ঞান হেন মনে লয়॥

চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ।

মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরিলা চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা॥
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ॥
বাম করে ধরিলেন মহিষের চুল।
ডানি করে বুকে তার আরোপিলা শূল॥
বাম দিকে লম্বমান শোভে জটা জুট।
গগণ মণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট॥
অঙ্গদ বলয় যুতা হৈলা দশভুজা।
সেই রূপে অবনী মণ্ডলে নিলা পূজা॥

পাশ ঘণ্টা অঙ্কুশ খেটক শরাসন।
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ ॥
অসি চক্র শূল শক্তি সুশোভিত শর।
পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর ॥
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর ॥
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
সম্মুখেতে দেবগণ করে নানা স্তুতি ॥
তপ্ত কলধৌত জিনি হৈল অঙ্গশোভা।
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা ॥
শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ চন্দ্র জিনিয়া বদন ॥
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
মূর্চ্ছা পড়িল ভূমে মুদিতনয়ন ॥
ফুল্লরা পড়িল ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী।
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র ত্যজিয়া ধরণি ॥
উঠ উঠ ফুল্লরা বলেন মহামায়া।
বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া ॥

চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কোঙর।
অভয়াসম্মুখে রহে যোড় করি কর॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া কহেন মহাবীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর॥
প্রদক্ষিণ করি কালু কৈল নমস্কার।
ফুল্লরা সুন্দরী দিল জয় জয় কার॥
বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে করিলেন মতি॥
পার্ব্বতী বলেন বাছা লহ শিকা ভার।
লহ ঝুড়ি কোদালি খনতা খরধার॥
কোদালি খনতা মাতা না পাব নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন কুড়িব চেয়াড়ে॥
আগে আগে হৈল মহামায়ার গমন।
পশ্চাতে চলিল বীর হাতে শরাসন॥
দাড়িম্ব তরুর তলে দিল দরশন।
দেখাইয়া দিলা চণ্ডী যেইখানে ধন॥

চণ্ডিকা স্মরিয়া বীর লইল চেয়াড়় ।
চেলাকাটি ফেলে যেন পুকুরের পাড় ॥
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্তঘড়া ধন ।
চণ্ডীর সম্মুখে রাখে ব্যাধের নন্দন ॥
একেবারে লয় ভারে দুই ঘড়া ধন ।
ফুল্লরা ভারের পাছে করিল গমন ॥
ধন রক্ষা হেতু মাতা রহে তরুতলে ।
ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে ॥
আরবারে আনে বীর দুই ঘড়া ধন ।
দেখি আনন্দিত হৈল ফুল্লরার মন ॥
আরবার মহাবীর শীঘ্রগতি যায় ।
দুই দিকে দুই গোটা কলসী বসায় ॥
একঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর ।
নিতে নারে দেড়ী ভার হইল অস্থির ॥
মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন ।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥
যদি গো অভয়া ধন না দিবে অপর ।
এক ঘড়া ধন মা আপনি কাঁধে কর ॥
অস্থির দেখিয়া বীরে ভাবেন অভয়া ।
ধন ঘড়া কাঁধে কৈলা বীরে করি দয়া ॥

আগে আগে মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিলা চণ্ডী লয়ে তার ধন॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী॥
কালুর মন্দিরে মাতা দিলা দরশন।
চেয়াড়ে খুদিয়া পোতে সপ্তঘড়া ধন॥
চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন।
নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন॥
পূজিও মঙ্গল বারে করাইও জাত।
গুজরাট নং..তে তুমি হবে নাথ॥
এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন॥
আমি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়॥
পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হয় পেলে বহুধন॥
চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন।
তোমার কুটীরে হৈল মোর দরশন॥
পবিত্র হইলা পুত্র মম দরশনে।
এস বাছা কালকেতু মন্ত্র দিব কানে॥

তব পুরোহিত পাবে মম দরশন।
লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ॥
মহাবীরে মন্ত্র দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
কৈলাসে চলিলা মাতা যথা ত্রিপুরারি॥

কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি।

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণ মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষল ধারে জল॥
কলিঙ্গে রহিয়া মেঘ ডাকে ঘোর নাদ।
প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বড় ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড়॥
আচ্ছাদিত ধূলায় হইল চারি ভিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত॥
চারি মেঘে জল বর্ষে অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে ঘন ঘন বাজ॥
করিকরসমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা॥

ঘন বজ্রাঘাত পড়ে মেঘ বরিষণ।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনে ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভেসে যায় জলে।
নাহিক নির্জ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে ॥
সাত দিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের কার্য্য হাজিলেক ঘর ॥
মেজায় পড়িল শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
চণ্ডীর আদেশ পায় বীর হনুমান।
মুষ্ট্যাঘাতে ঘর গুলা করে খান খান ॥
চারি দিগে ধায় ঢেউ পর্ব্বতবিশাল।
উঠে পড়ে ঘর গুলা করে দোলমাল ॥
দুঃখিত কলিঙ্গ রায় হাতি ঘোড়া ভেসে যায়
অট্টালিকা উঠে রামাগণ।
নহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পাট ভাসে নানা ধন ॥

দেখিয়া জলের রীতি চিন্তা করে নরপতি
সন্ধান করিয়া আনে নায়।
পরিবার সহ রাজা করিয়া নৌকার পূজা
আরোহণ কৈল দণ্ডরায়॥
দ্বিজ বলে শুন রায় আমার বচন।
দেখিয়া তোমার দোষ কোন দেব কৈল রোষ
মজিল তোমার প্রজাধন॥
শুনিয়া দ্বিজের বাণী কলিঙ্গের নৃপমণি
কলধৌত দ্বিজে করে দান।
সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজে ধূপ দীপে শিব পূজে
কেবল উদক করি পান॥
নদ নদী পেয়ে মান সবে গেল নিজ স্থান
রাজার সুস্থির হৈল মন।
দিনে দিনে টুটে নীর দেখিয়া নৃপতি স্থির
দ্বিজ গণে দিল নানা ধন॥

কালকেতুর পুত্রজন্ম।

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজা।
আর যত ভুঁয্যা রাজা করে তার পূজা॥

কোন রাজা নারে তারে করিতে সমর।
পরাজিত হয়ে সবে দেয় রাজকর॥
বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
শুনেন কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান॥
গুজরাটে রাজভোগে রহে কুতূহলে।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল কত কালে॥
গুজরাটে প্রজা বীর পালে কত কাল।
শচীর হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল॥
কৃতাঞ্জলি পুরন্দরে করে নিবেদন।
পাবক সহিত যত শুনে দেবগণ॥

ইন্দ্রের শিব স্তব।

চরণে ধরিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময়।
অভিশাপে কাল গেল মুক্তির সময় হৈল
তবু পুত্র না আইল নিলয়॥
শুন দেবশিরোমণি অবিরত মনে গণি
কবে মোর আসিবে কুমার।
আনহ আপন কাছে সেবকের শোক ঘোচে
মিথ্যা নহে বচন তোমার॥

শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী মনে গনি শূলপাণি
পার্ব্বতীরে বলেন বচন।
চল প্রিয়া গুজরাটে নী, লাম্বরে আন ঝাটে
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর গুজরাটে গমন।

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মাসঙ্গে গুজরাটে জান।
গিয়া অবশেষ নিশী বীরের শিয়রে বসি
তাহাকে দিলেন দিব্য জ্ঞান॥
স্বপ্নেতে কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নীলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে লয়ে ছায়াবতী জায়া॥
আছিলে অমর লোক মাতা তোর করে শো
মৃতস্থুতা যেমন কুররী।
তোমার করিয়া মোহ নয়নে পড়য়ে লোহ
দুঃখে পোহাইল বিভাবরী॥

পুত্রে রাজ্যসমর্পিয়া কালকেতুর স্বর্গারোহণ।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী।
প্রভাতে শুনেন বীর কোকিলের ধ্বনি॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন।
স্নান করি বীর পরে উত্তম বসন॥
পুষ্পকেতু রাজা হবে পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে নাট গীত ব্যাল্লিশ বাজনা॥
দূত দিয়া আনাইল যত ভুঁয্যা রাজা।
একে একে বীর কৈল সকলের পূজা॥
নিজ হস্তে ভালে টিকা দিলা নরপতি।
যত ভূঁয্যা রাজা মেলি ধরাইল ছাতী॥
হেন কালে মহাবীর কহে সবিনয়।
সভাকারে সমর্পণ আমার তনয়॥
বুলান মণ্ডল আদি যত প্রজাগণ।
পুষ্পমালা হাতে করি কৈল সমর্পণ॥
রাজগণ মেলি তথা যোড় কৈল হাত।
চণ্ডীর চরণে বীর করে প্রণিপাত॥
স্বর্গে যাব বলিয়া যে পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল ক্রন্দনা॥

মাতলি আনিল পরে পুষ্পক বিমান।
সুবর্ণরচিত রথ বিচিত্রনির্ম্মাণ॥
কর যুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্পযান।
রথে চড়ে নীলাম্বর দ্বিজে দিয়া দান॥
বৈসে তার বাম ভাগে কুঞ্জরা সুন্দরী।
মোহন যুবতী রামা রূপে বিদ্যাধরী॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা আগে যান রথে।
সিদ্ধগণে নমস্কার কৈল বীর পথে॥
পুষ্পক বিমানে চাপি হৈলা বীর দেবরূপী
লুকাইলা মনুষ্য মুরতি।
ভূমে রাখি কীর্ত্তিশেষ নীলাম্বর চলে দেশ
সঙ্গে লয়ে জায়া ছায়াবতী॥
বায়ুবেগে রথ ধায় ,সবে ঊর্দ্ধমুখে চায়
পুষ্পকেতু উত্তরায় কান্দে।
গুজরাটে যত নারী কান্দে বুকে হাত মারি
কেশ পাশ কেহ নাহি বান্ধে॥
যায় বীর দিব্য রথে মাতলি সারথি সাথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।
ত্রিদশগণের নাথ কেমন আছেন তাত
কহ সুরপুরের বারতা॥

অন্য যত দেবগণ কহ তার বিবরণ
কহ আর পুরের কল্যাণ।
কে বা দেবতার রাজা কেবা করে শিবপূজা
কোন দেব কুসুম যোগান॥
মাতলি কহেন কথা কল্যাণে আছেন মাতা
কুশলে আছেন পুরন্দর।
পুনঃ পুনঃ তোমা চায় তোমা না দেখিয়া আন
এবে পুষ্প যোগান মালাধর॥
হরের কথায় মতি রথ যায় বায়ুগতি
উত্তরিল মন্দাকিনীকূলে।
চণ্ডীর আদেশ পেয়ে সঙ্গে ছায়াবতী লয়ে
স্নানআদি কৈলা গঙ্গাজলে॥
স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।
দম্পতী বিমানে চড়ি বিমান গগনে উড়ি
অনুবর্জ্জি লইল সুরেশ॥
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর গণাধিপ নিশাচর
কুবের বরুণ সমীরণ।
কুশহস্তে করে দান উচৈঃস্বরে বেদগান
প্রসাদ করিল দেবগণ॥

অশেষ দুর্গতি খণ্ডী নীলাম্বরে লয়ে চণ্ডী
চলিলা হরের সন্নিধান।
কৃপা দৃষ্টে হর চান নীলাম্বরে দিলা পান
পুনর্ব্বার কুসুম যোগান॥

খগান্তক ও মৃগান্তক ব্যাধের বন প্রবেশ।

খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই কালান্তক
উজ্জয়িনী নগর নিবাসি।
প্রভাতে কাননে চলে জাল ফাঁদ সাতনলে
বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি॥
করে ধরে কার্ণিশর ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর
প্রাণি বধে বিবিধ প্রবন্ধে।
ঊর্দ্ধমুখে চায় শাখী বধে নানাজাতি পাখী
সাতনলা জাল আঠা ফান্দে॥
ভর্জ্জিত তণ্ডুল সনে কাননে কলাই বনে
রহে ব্যাধ ঝোপের আহড়ে।
লুব্ধ ভক্ষণের আশে ঝাঁকে ঝাঁকে জালে ব
নানা বিহঙ্গম বন্ধি পড়ে॥
কপোত চাতক ফিঙ্গা টৈসকনা মাছরাঙ্গা
সারক সারস গাঙ্গচিল।

বায়স বর্ত্তিকা হংস মুনিভাস করে ধ্বংস
রাঙ্গচূড়া বাবুই কোকিল ॥
কুরর কুক্কুট কঙ্ক কাদি কোক কলবিঙ্ক
কলবর কুলিঙ্গ কর্কট।
কালকণ্ঠ কুরলাক্ষী তারক কাদম্ব পক্ষী
উজ্জট খঞ্জন করকট ॥
ঊর্দ্ধমুখে কপিঞ্জলে বিন্ধে ব্যাধ সাতনলে
বক আর বিন্ধয়ে চকোরে।
গুড় গুড় তাটিই ঘটা টুনটুনি তাল চটা
নানাবিধ ফান্দে বান্ধি করে ॥
হয়পুচ্ছলোম ফান্দে শত শত পক্ষী বান্ধে
দলপিপী শরাল বাদুড়।
কাটঠুকরিয়া পেঁচা টিয়া চটা কাদাখোঁচা
পাণিকৌড়ি বধে তাম্রচূড় ॥
দৈব নির্ব্বন্ধন ফলে সারী শুয়া পড়ে জালে
ধরণী লোটায়ে শুয়া কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি প্রবন্ধে ॥

সারী শুকের কথোপকথন

শুনরে অবোধ ব্যাধ কি তোর জীবনে সাধ
কেন কর প্রাণিবধ পাপ।
অধর্ম্ম করিয়া নিত্য পোষ বন্ধু দারাপত্য
পরলোকে পাবে পরিতাপ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুখ যেমন আপন দেখ
পরে দেখ সেই অনুমানে।
সবাকার অন্তর্যামী যুড়িয়া অনন্তস্বামী
পরিতোষ দেন সবার মনে॥
বধিলা অনেক দ্বিজ সঞ্চয় করিলা বীজ
কত কড়ি পাও পক্ষি মাংসে।
এতেক পক্ষির শাপে অতি গুরুতর পাপে
অচিরাতে মরিবা সবংশে॥
যত দেখ ভাই বন্ধু সবে পিরীতের সিন্ধু
মৈলে করে দিন দুই শোক।
সকল কুটুম্ব মিলে পড়িবা যমের জালে
যতনে রাখহ পরলোক॥
প্রাণিবধে দিয়া মন সঞ্চয় করিবা ধন
তুমি মৈলে নিবে অন্য জন।

যবে যাবে যমপথে পাপ পুণ্য যাবে সাথে
যত দেখ সব অকারণ ॥
পক্ষিমুখে নরবাণী ব্যাধ সবিস্ময় মানি
শুকের বচনে দিল মন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
শুকের বচনে ব্যাধ হয়ে ভক্তিমান।
বন্ধন কাটিয়া তার দিল জীবদান ॥
কাটিয়া চেযাড়ে ব্যাধ শুকের বন্ধন।
করে বসাইয়া করে অঙ্গের মার্জ্জন ॥
নির্ম্মল কাঞ্চন জিনি চরণের আভা।
রত্নের প্রবর জিনি পালকের শোভা ॥
ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি।
আজি কিবা বিধি মোরে করিলেন সুখী ॥
আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মম গুরু।
ধর্ম্ম অবতার শুক তুমি কল্পতরু ॥
বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ।
তোমা হৈতে ঘুচিল যতেক পাপ নিজ ॥
আর না করিব প্রভু প্রাণিবধ পাপ।
পাপ চিত্ত ঘুচাইলে জন্মদাতা বাপ ॥

পক্ষী বলে নিয়া চল নৃপতির পাশে।
সম্পদ বাড়াব তোর বচন প্রকাশে॥
সারী শুক লয়ে ব্যাধ চলে রাজপথে।
পক্ষী দেখি নগরিয়া ধায় ব্যাধ সাথে॥
কেহ বলে পক্ষিমূল্য দিব চারি পণ।
কেহ বলে একখানি লহরে বসন॥
নগরিয়া কথা ব্যাধ কানে নাহি শুনে।
দণ্ডমাত্রে উত্তরিল নৃপতি সদনে॥
দ্বারি সম্ভাষিয়া গেল রাজ বিদ্যমান।
সারী শুক ভেট দিয়া হৈল নতিমান॥

রাজার সহিত সারী শুকের কথোপকথন।

সারী শুক করে প্রণিপাত।
তোমার চরণ দেখি সফল হইল আঁখি
বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ॥
শ্রীবৎস রাজার ঘরে কলধৌতের পিঞ্জরে
আছিলাম সভায় পণ্ডিত।
প্রতিদিন নরনাথ অঙ্গে আরোপিত হাত
করিত চন্দনে বিভূষিত॥

ত্রিভুবনে সুদুর্লভা দেখিয়া তোমার সভা
জিনি নবরত্নের বিচার।
যুক্তি করি জায়া সনে আইনু তোমার স্থানে
দেখিতে তোমার ব্যবহার॥
পিয়া নানা ফল রস আইনু তোমার দেশ
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে।
ভ্রমিতে তোমার দেশ বহু পাইলাম ক্লেশ
বান্ধা গেনু চর্ম্মময় ফান্দে॥
পরাণ রক্ষার আশে কহিনু মধুর ভাষে
এই ব্যাধ গুণের সাগরে।
আর না করিহ বধ বাড়াইব সুসম্পদ
লয়ে চল নৃপতি গোচরে॥
পক্ষী মুখে নরবাণী নৃপতি বিস্ময় গণি
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

প্রহেলিকা কহে শুক রাজার সমাজে।
নৃপতির আদেশে পণ্ডিত গণ বুঝে॥
বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥

যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান ॥ ১ ॥
পক্ষির ডি

মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান্।
বিনা অপরাধে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়।
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায় ॥ ২॥
কুম্ভকারের মৃত্তিব

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিত বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥৩॥ পা
বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা।
নাচয়ে সারথি তথি পসারিয়া গা॥
হেয়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি॥৪॥কুলাল
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের ধ্বংসন॥৫॥ পা

তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খেলে মরে।
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে॥
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥৬॥ প্রদীপ
দেখিতে পুরুষ দুইমুখ এককায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত সে কোন দেশে বসে॥৭॥ গাড়ু
জীয়ন্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে।
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে॥
অবশ্য আনয়ে নবমঙ্গল বিধানে।
হিয়ালি প্রবন্ধ কবিকঙ্কণেতে ভণে॥ ৮ ॥ শঙ্খ
রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবকালে স্থানে স্থানে মৃত্যু এক ঠাই॥
হিয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভণে।
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে॥ ৯॥

পাশার গুটি

এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরয়ে সে দুই কলেবর॥

প্রবল জীবন সে না ধরয়ে জীবন।
হিয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১০ ॥ শু

আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল।
মারি কাটী বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল ॥
মারিলে মধুর বলে নহে সাধুজন।
হিয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১১ ॥ ই

জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ।
দুইজনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ ॥
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিয়ালির সার ॥ ১২ ॥ উকু

শুন শুন দণ্ডরায় নিবেদি তোমার পায়
দৈবদোষে বুদ্ধি গেল নাশ।
সুবুদ্ধি পুরুষ কারে দৈবে না লঙ্ঘিতে পারে
শুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস ॥
লোহিত চর্ম্মের ফান্দে পাকা খর্জুরের গন্ধে
দেখি লোভে হইনু তরল।
বিফল হইল আশা আছিল বন্ধনদশা
দৈব দোষে না হৈল বিফল ॥
ধর্ম্মপুত্র নৃপমণি যথা ভীম গদাপাণি
গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়।

কি কব পুণ্যের লেখা বাসুদেব যার সখা
তার কেন হৈল শত্রুভয়॥
সকল বিদ্যার ধাম ভানুবংশে রাজা রাম
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।
রাম সহ গেল বন সীতা নিল দশানন
রামায়ণে এই কথা শুনি॥
চন্দ্রবংশে রাজা নল দৈব তারে কৈল ছল
পাশকে হারিল নিজদেশ।
পিতৃদেশ পরিহরি সঙ্গে দময়ন্তী নারী
কাননেতে করিল প্রবেশ॥
চিন্তাদুঃখে ক্ষীণদেহ দেখে না সম্ভাষে কেহ
উপবাস প্রথম বাসরে।
ক্ষুধায় আকুল রায় পদব্রজে চলে যায়
জায়া সহ কানন ভিতরে॥
বাদ ছিল শনি সাথে আসি দেখা দিল পথে
হৈয়া মীন চারি শকুলে।
চিন্তা দুঃখে অতি ক্ষীণ পেয়ে চারি শোল মীন
দিল মহাদেবীর অঞ্চলে।
কহিল পোড়াও মাছে সুবন্ধে রাখহ কাছে
স্নান করি আসি নদীজলে॥

পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী ভস্মেতে মলিন দেখি
পাখালিতে নিল সরোবরে।
শুনহ দৈবের মায়া মৎস্য গেল পলাইয়া
রাণী অধোমুখী লজ্জাভরে॥
মৎস্য খাইবার আশে রাজা স্নান করি আসে
শুনে পোড়া মৎস্য পলায়ন।
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা রাজা কৈল হেট মাথা
রাণী কৈল এ মৎস্য ভক্ষণ॥
এই হেতু দুই জনে বিচ্ছেদ হইল মনে
নিজরাজ্য ত্যজে নৃপমণি।
বুদ্ধিনাশ দৈব দোষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
এই কথা বনপর্ব্বে শুনি॥

মণিধরের অভিশাপ।

গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি গঙ্গায় সাজিয়া তরি
কৃষ্ণ কথা কুতূহলি মন।
ভাবে সদাকুলচিত নারদ গায়েন গীত
বিরচিয়া কালিয়দমন॥
শ্যামল সুন্দর তনু করতলে ধরে বেণু
আজানু লম্বিত বনমালা।

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুরি খেলে
বাহুযুগে হেম তাড়বালা॥
প্রভু বিশ্বম্ভরকায় যশোদানন্দন রায়
ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ।
ফিরি ফিরি বনমালী দেন ঘন করতালী
নাগগণ লইল শরণ॥
নৃত্য করেন মালাধর।
তাথিনি তাথিনি থিনি মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি
ঘন ঘন বাজিছে নূপুর॥
গণেশ পাখাজ পাণি তাথই তাথই ধ্বনি
নন্দী ভৃঙ্গী ধরে করতাল।
হরি হর পদ্মযোনি নৃত্য দেখে মহামুনি
হরিধ্বনি করে মহাকাল॥
যশোদানন্দন কাছে ধ্রুপদ তাণ্ডবে নাচে
ইন্দ্রের কুমার মালাধর।
মুখরনূপুরশালী কালিমাথে দিয়া তালী
দেখি আনন্দিত পুরহর॥
হয়ে সবে একতালি পঞ্চ তালে হয়ে মেলি
গান গীত গোবিন্দমঙ্গল।

গোবিন্দমঙ্গল শুনি সবে বলে হরিধ্বনি
সবার হৃদয়ে কুতূহল ॥
নত নহে যেই জন নাট ছলে নারায়ণ
করিলা তাহারে পদাঘাতে।
দ্রুত পড়ে ত্যজি ফণা শতমুখে বহে ফেণা
খর শ্বাস মুখ নাসা পথে ॥
ভাবে সমাকুলকেশ ধরিয়া নন্দের বেশ
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন।
যশোদার বেশ ধরি তাণ্ডব করেন গৌরী
পুলকিত তরুলতা গণ ॥
নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসা দিল নিজকণ্ঠভূষা
হাড়মালা চিত্রবিভূষণ।
সকল কুণ্ডল হার হীরায় গাঁথনি যার
প্রসাদ করিল দেবগণ ॥
মনি আভরণ মাঝে হাড়মালা নাহি সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
অভয়ার অন্তর্যামী বুঝিয়া প্রমথস্বামী
কোপদৃষ্টে চাহেন শঙ্কর ॥
কোপে কম্পে কলেবর ডাকিয়া বলেন হর
মূঢ়মতি শুন মালাধর।

বুঝিলাম তোর মতি কেবল কপট স্তুতি
তুই লোভী ধনের কিঙ্কর ॥
আমি উদাসীন জন হরিভক্তিপরায়ণ
নাহি সোণা রূপা আভরণ।
তোরে দিনু দিব্যমালা তার কর অবহেলা
এই মালা শ্রীর নিকেতন ॥
যত বার মৈল গৌরী তার নিদর্শন ধরি
হাড়ের করিনু কণ্ঠহার।
যে জন পরশে হাড়ে তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে
এই মালা ত্রিভুবনসার ॥
এত মালার গুণ সাবধান হয়ে শুন
পূর্ব্বে ছুয়েছিল দশানন।
মালার পরশ পাকে বিদিত সে সর্ব্বলোকে
পরাজয় কৈল দেবগণ ॥
ধনের করিয়া আশ যেই জন হরিদাস
তার ভক্তি কেবল ব্যাপার।
যেন মতি তেন গতি ঝাট চল বসুমতী
কুলে জন্ম লহ বাণিয়ার ॥
হেন বাক্য হরতুণ্ডে কুমারের পড়ে মুণ্ডে
ভাঙ্গিয়া শতেক ধরাধর।

চরণে ধরিয়া হরে কুমার বিনয় করে
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

মালাধরের শিবস্তব।

চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধর।
এই বার অপরাধ ক্ষম মহেশ্বর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি প্রভঞ্জন ॥
তুমি যোগ তুমি ধন সুখ মোক্ষ ধাম।
বিফল জনম তার তুমি যারে বাম ॥
বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত।
লঘুদোষে গুরুদণ্ড নহেত উচিত ॥
এতেক স্তবন যদি করে মালাধর।
প্রসন্ন হইয়া তারে বলেন শঙ্কর ॥
দেবমানে মহীতলে থাক চারি মাস।
কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ ॥
আমার সেবক তথা আছে ধনপতি।
তার বনিতার গর্ব্ভে লহরে উৎপত্তি ॥
এতেক বচন যদি বলে কামরিপু।
দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু ॥

মালাধরের মর্ত্ত্যলোকে গমন।

শিবের বচন শুনি মালাধর বলে বাণী
হয়ে অতি বিষাদিতমতি।
উমার ইঙ্গিত পেয়া আদেশিলা মহামায়া
মোরে দিলা বিষম আরতি॥
কান্দিছেন মালাধর হইয়া কাতরতর
গুরুতর মনের সন্তাপে।
ত্যজিয়া পামর পুরী দেবরূপ পরিহরি
কেমনে রহিব নররূপে॥
নাহি মোর অপরাধ বিনা দোষে অবসাদ
দিলা মোরে দেব শূলপাণি।
ভাঙ্গড়ের নিজসাধে আমার পরাণ বধে
দুই নারী হৈল অনাথিনী॥
পদ্মাসনে করি ধ্যান যোগেতে ছাড়িল প্রাণ
পড়িয়া রহিল কলেবর।
উজানি নগরে স্থিতি খুল্লনা সে ঋতুমতী
প্রবেশিল তাহার উদর॥

রঘুবংশ উপাখ্যান।

শুন সেতুবন্ধের ঘটন।
রঘুবংশ ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
যম মুখ নহে দরশন॥
ত্রিভুবন অবতংসে আছিলা মিহির বংশে
দশরথ নামে নরপতি।
সুতসম পালে প্রজা অবনী পালেন রাজা
অযোধ্যায় তাঁহার বসতি॥
রূপে যিনি দেবমায়া নৃপতির তিন জায়া
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকয়ী।
কৌশল্যানন্দন হরি রামরূপে অবতরি
রণভূমে নিশাচরজয়ী॥
ভরত কেকয়ীসুত রূপে গুণে অদভুত
সুমিত্রানন্দন দুই ভাই।
যমক লক্ষ্মণ তার শত্রুঘন পুত্র আর
অনুজন্মা সমরবিজয়ী॥
চারি পুত্র রণজেতা দেখি আনন্দিত পিতা
নৃপতি আছিল সিংহাসনে।
যজ্ঞের পালন কাম আসি বিশ্বামিত্র নাম
মুনি দশরথ সন্নিধানে॥

মুনির বচন শুনি পাঠাইলা নৃপমণি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি সনে।
পথেতে তাড়কা মারি মুনির কৌতুক করি
দোঁহে কৈল যজ্ঞের পালনে॥
সাঙ্গ করি নিজ যজ্ঞ মনে ভাবি কর্ম্ম বিজ্ঞ
দোঁহে নিল জনক সদনে।
তথা রাম কুতূহলে নৃপতির যজ্ঞশালে
হরধনু করিল ভঞ্জনে॥
দেখিয়া সেই অদ্ভুত অযোধ্যা পাঠায় দূত
দিয়া চারু নিজ হয় যান।
শত্রুঘ্ন ভরত সাথে পাঠাইল দশরথে
সবিনয় কৈল বহুমান॥
ত্রিভুবনে একধন্যা রামে দিল সীতা কন্যা
কিঙ্কিণী কনক ভূষাবতী।
সীতানুজা তিন সুতা রামানুজে দিল তথা
সবিনয় জনক ভূপতি॥
চারি পুত্র বধূ সাথে চারু দিব্যহয় রথে
অযোধ্যা চলিল মহীপতি।
হরধনু ভঙ্গ শুনি রুষিয়া ভার্গব মুনি
আগুলিল রামের পদ্ধতি॥

পরশুরামের গর্ব্ব শ্রীরাম করিলা খর্ব্ব
স্বর্গপথ রোধে এক শরে।
সমরে দুন্দুভি বেণী শঙ্খ পড়া বাজে সাদি
রাম এলা অযোধ্যা নগরে॥
রাম অনুগত প্রজা দেখি আনন্দিত রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মন।
দারুণ কেকয়ী পাকে বনবাস দিল তাকে
সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষ্মণ॥
ভ্রমিতে কানন পথে শর ধনু করি হাতে
বিরাধের নিধন কারণ।
বাস করি পঞ্চবটী সূর্পনখা নাক কাটি
বধ কৈলা খর ও দূষণ॥
সূর্পনখা গিয়া লঙ্কা দশাননে দিল শঙ্কা
কহিল সীতার রূপ কথা।
মারীচ সহায় করি রাক্ষসের অধিকারী
এল বীর রামকুড্যা যথা॥
হেমমৃগ রূপ ধরি শ্রীরামের বরাবরি
নাচয়ে মারীচ নিশাচর।
সাধিতে সীতার কাম শর ধনু হাতে রাম
অনুবর্ত্তী হৈল রঘুবর॥

গিয়া রাম কত দূরে মারীচ বধিল শরে
পড়ে বীর ডাকিয়া লক্ষ্মণে।
রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মজি
পাঠান লক্ষ্মণে অন্বেষণে॥
শূন্য দেখি নিকেতন আসি তথা দশানন
সীতা লৈয়া গেল দিব্য যানে।
সমরে জটায়ু মারি রাক্ষসের অধিকারী
রাখে সীতা অশোক কাননে॥
মৃগ বধি আসি রাম শূন্য দেখি নিজ ধাম
মূর্চ্ছিত পড়িল মহীতলে।
হৈয়া ভয়পরাজিত দুই ভাই চায়্যা সীতা
দোঁহে দুঃখ ভাবে এককালে॥
দোঁহে বসি এক স্থলে ভাসেন লোচনজলে
নিজ দুঃখ ভাবে দুই জনে।
এক শরে বালি বধি সুগ্রীবের কার্য্য সাধি
দোঁহে রহে শিখর কাননে॥
রামের সাধিতে কাজ হনুমান কপিরাজ
পাঠাইল সীতা অন্বেষণে।
হেলে সিন্ধুপার হয়ে সীতার বারতা লয়ে
এল বীর রামের সদনে॥

রামের সাধিতে তত্ত্ব শিলা তরু পরবত
নলের আনিয়া রাখে পাশে।
নলের পরশে ভাসে দেখি কপিগণ হাসে
সেতুবন্ধ হৈল এক মাসে॥
সীতার উদ্দেশ হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সে
পার হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনু কপিবল
বেড়িল লঙ্কার উপবন॥
পার হয়ে প্রভু রাম বেড়িলেন লঙ্কা ধা
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা।
যুকতি করিয়া স্থির পাঠান অঙ্গদ বীর
রাক্ষসেরে করিতে গঞ্জনা॥
অঙ্গদ বীরের বোলে দশানন কোপে জ্ব
সেনা পাঠে করিবারে রণ।
করিয়া অনেক মান ইন্দ্রজিতে দিল পান
সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন॥
রাক্ষসে বানরে রণ পড়ে যত বীর গণ
ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে।
মায়ারূপী করি রণ বধিল বানর গণ
রাম লক্ষ্মণ বান্ধে নাগপাশে॥

জয় করিয়া সংগ্রাম ইন্দ্রজিত গেল ধাম
মুক্ত হৈল গরুড় স্মরণে।
সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ পাঠাইল সে বিপক্ষ
রাম তার করিল নিধনে॥
আনিয়া আপন বাসে মহোদর মহা পাশে
ত্রিশিরা অতিকা মহাবীর।
ত্রিশিরায় অতিকায় সমর করিতে যায়
দেখি রণে কেহ নহে স্থির॥
একে একে করে রণ পড়ে যত বীরগণ
শুনি ধায় রক্ষ অধিপতি।
সাজয়ে রাজ বাজনা সহিত অনেক সেনা
কেহ নাহি রামের সংহতি॥
রাম তারে করে রাগ মুকুট সহিত পাগ
কাটে রাম অর্দ্ধচন্দ্রবাণে।
মনেতে পাইয়া লাজ ভঙ্গ দিল রক্ষরাজ
কুম্ভকর্ণে করে জাগরণে॥
কুম্ভকর্ণ করে রণ পড়িল বানরগণ
রাম তারে করিল নিধন।
ইন্দ্রজিত এল রণে পড়িল বানর গণে
তবে তারে বধিল লক্ষ্মণ॥

সকল বিনাশ দেখি দশানন হৈল দুখি
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
যতেক আছিল সেনা লইয়া রাজ বাজনা
প্রবেশ করিল গিয়া রণে॥
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল যান
সেই রথে সারথি মাতলি।
চড়ি রাম সেই যানে যুঝেন রাবণ সনে
দেখি দেবগণ কুতূহলি॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মঅস্ত্র চাপে যুড়ি
মারে রাম রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশমুখে॥
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইলা রাম দর্শনে॥
সীতার বদন দেখি প্রভু রাম হৈলা দুখি
করাইলা পরীক্ষা দহনে।
সীতার পরীক্ষা দেখি দেবগণ হৈল সুখী
সবে আইল রাম দর্শনে॥

হেল পিতৃ দরশন দেখি ভাই দুই জন
দোঁহে কৈল চরণ বন্দন।
লক্ষ্মণেরে করি সাথে চলিলেন রঘুনাথে
সমুদ্র করিল নিবেদন॥
শুনিয়াত সেতুবন্ধ কর্ণধারে লাগে ধন্দ
সেতুভঙ্গ কৈল কোন জনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥
এই হেতু বন্ধ সেতু রাবণ বধের হেতু
অবধানে শুন কর্ণধার।
এই পথে যান রাম অবগতি কৈল কাম
প্রণতি করিল পারাবার॥
শুন রাম আমার বচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচিল আমার বন্ধন॥
আমি চিরকালবৃত্তি সগর রাজার কীর্ত্তি
তুমি হে সগরবংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ নিজ কীর্ত্তি কৈলে লোপ
শৃগালেতে লঙ্ঘিবে সাগর॥

তুমি করি দিলা পথ পার হবে মুর যত
জলচর হবে প্রতিকুল।
ধর্ম্মেতে করিয়া দৃষ্টি রাখহ আপন সৃষ্টি
আমার বন্ধন কর দুর॥
আমা লঙ্ঘে হনুমান সহি আমি অপমা
কেবল তোমার অনুরোধ।
মোর যত উপবন ভাঙ্গিলেক কপিগণ
তোমা দেখি নাহি করি ক্রোধ॥
সমুদ্রের শুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যথ
আজ্ঞা দিল সুমিত্রানন্দনে।
লক্ষ্মণ ধনুক হলে ভাঙ্গিলেন সেতু ক্ষো
তিন চারি দ্বাদশ যোজনে॥

মশানে ঘোর যুদ্ধ।

চণ্ড নাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ড রণে।
তিন লোকে চমৎকার কিছুই না শুনে
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে করে ঝিলিমিলি।
রাকা সুধাকরে যেন অচল বিজুলি॥
পলিত জটা যেন নবশশিকলা।
আজানুলম্বিত গলে দোলে মুণ্ডমালা॥

চারি মুখে ব্রহ্মাণী পূরেণ শঙ্খধ্বনি।
বারাহী খেটকধরা ঘোঘর নাদিনী॥
অশ্বিনী উজ্জ্বলকরা ধাইল ইন্দ্রাণী।
কৌমারী বিষম জিতা ময়ূরবাহিনী॥
রণস্থলে পাঞ্চজন্য বাজান বৈষ্ণবী।
সমর বিষম শিঙ্গা বাজয়ে দুন্দুভি॥
রণস্থলে নারসিংহী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
আদ্যা শ—ত্তনী মাতা কাল অবতার।
ত্রিশূল পট্টিশ অসি শেল যমদ্বার॥
ধাইতে চরণ ছটা পড়ে ক্রোশে ক্রোশে।
মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে॥
বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহীতলে।
যুগান্ত প্রলয় ঝড় উরিল সিংহলে॥
যোগিনীসমর নাহি সহে রাজসেনা।
আগে পিছে পথ আগুলিল সব দানা॥
মশানে ফিরয়ে দানা অতি বড় দীন।
পুষ্করণী গাবালি যেন বেড়াইছে মীন॥
পশ্চাতে আইল তথা রাজা শালবাহন।
পঞ্চ পাত্র ভূপ সঙ্গে আইল তখন॥

হয় গজ বজে রাজা বেড়িল মশান।
হেমময় দণ্ড ছাতা চামর নিশান॥
যোগিনীর বোলে দানা রুষিল সঘনে।
ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড়ের রণে॥
আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া।
পঞ্চপাত্র মহীপালে রাখ করি দয়া॥
আমার ব্রতের হেতু রাজা শালবান।
যত্নেতে রাখিবে সবে উহার পরাণ॥
সঘনে লোফয়ে দানা তাড়ি পত্র খাঁড়া।
যারে হানে মশানেতে সেই হয় গুঁড়া॥
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে।
মশানের ধুলা লাগে সবার নয়নে॥
দশনে দশনে যুঝে দন্তাবলগণে।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণে॥
কাঁড়েতে পাইক যুঝে কেহ ঢালমাথে।
ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে॥
রুধিরের নদীতে সাঁতারে ঘোড়া হাতি।
স্থল নাহি পায় ঘোড়া ডুবে মরে তথি॥
কলিকালে রণ নাহি পেয়েছিল দানা।
উলটি পালটি রণ তলে দেই হানা॥

গজদন্তগদা পানি ফেরে দানাগণ।
মারিয়া গদার বাড়ি হরিছে জীবন॥
জিয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ।
কৃষাণ ধররে যেন উজানিয়া মাছ॥
গজপৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে।
ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥
শালবাহনের চিত্তে লাগে বড় ধন্দ।
অম্বিকামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ॥

শালবান রাজার চণ্ডীস্তব।

যুড়িয়া উভয় পাণি শালবান নৃপমণি
সকরুণে করে নিবেদন।
আমি অতি হীনতপা এইহেতু নাহি কৃপা
মায়া রূপে কৈলে আগমন॥
ধরিয়া ব্রাহ্মণী বেশ আইলে সিংহল দেশ
রাখিবারে কিঙ্কর শ্রীপতি।
না জানিয়া কৈনু দোষ দূর কর অভিরোষ
তুয়া বিনা অন্য নাহি গতি॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ তম সত্ত্ব
বিধির ধ্যানের অগোচর।

হরি হর প্রজাপতি না পায় তোমার মতি
দৈত্য বধি রাখিলে অমর ॥
যতেক আমার স্তুতি সকলি তোমার দৃষ্টি
কৃপা করি দিলে নারায়ণী।
আমি অতি হীনতপা যদি না করিবে কৃপা
পদতলে ত্যজিব পরাণি ॥
দুরিততারিণী নাম তিন লোকে অনুপাম
সবে কহে সেবকবৎসলা।
নিজ মায়া করি দূর পবিত্র করহ পুর
কৃপা কর গো সর্ব্বমঙ্গলা ॥
চল মা গো মহামায়া জানিনু তোমার দয়া
বড় নিদারুণ হৈলে তুমি।
আপন সেবক জনে কেন এত বিড়ম্বনে
কত দোষ করিলাম আমি ॥
সিংহলপাটন হবে লোকশূন্য ছিল যবে
করিলাম সে কালে সেবন।
দিয়া মোরে পদ ছায়া আপনি করিলে দয়া
বসাইলে সিংহলপাটন ॥
আমি মাত্র শালুবান লহ মোরে বলিদান
পূরুক তোমার অভিলাষ।

দেখিয়া রাজার মুখ মনে চণ্ডী ভাবে সুখ
ভগবতী অট্ট অট্ট হাস ॥
নৃপে বলে ভগবতী হইনু সদয়মতি
কহিনু তোমার নাহি দোষ।
শ্রীমন্তে করহ মান সুশীলা করিয়া দান
তবে মোর হবে পরিতোষ ॥
সেইত সাধুর পো দেখে লাগে মায়া মো
রঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস।
আসিয়া তোমার পুরি কিবা দিল ডাকা চুরি
তার কেন ধনে প্রাণে নাশ ॥
তুমি বেড়াইতে পথে দুগণ্ডা না ছিল হাতে
পরধন লৈতে কর মন।
যত আইসে সদাগর রাখ তারে বন্দী ঘর
যত পাও তত লহ ধন ॥
দূর কৈলে অভিমান শুন রাজা শালবান
অকপটে দিনু পরিচয়।
দেখিয়া তোমার ত্রাস রাখিনু আপন দাস
আর মনে না করিহ ভয় ॥
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি সকলি আমার কৃতি
ত্রয়ীবিদ্যা অনাদি বাসনা।

মহাদুর্গা কালরাত্রি গায়ত্রী ভুবনধাত্রী
ক্রিয়া শক্তি সংসারবাসনা ॥
পাষণ্ড জনার পক্ষ বিরিঞ্চিতনয় দক্ষ
তাঁর আমি হইনু দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী বিভা কৈল পশুপতি
সুরলোক হইল মোহিতা ॥
মেনকা উদরজাতা হইনু শিখরিসুতা
তপস্যা করিনু হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হরকোপে মৈল মীনকেতু ॥
তোমার বিনয়ে রায় খণ্ডিল সকল দায়
মোর দাসে দেহ কন্যাদান।
চণ্ডীর বচন শুনি রাজা কহে যোড়পাণি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥
আমি যদি জানিতাম এমত বিচার।
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার ॥
সভাতে তোমার দাস হৈল পরাজয়ী।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে মাতা যে বলিল এই ॥
না মানিল পরাজয়ী করিয়া অঞ্জলি।
কন্যা দিতে বলে মাতা তব ঠাকুরালি ॥

টিটকারি দেয় মাতা বলে কুবচন।
সাক্ষী নাহি দেয় তার কাণ্ডারের জন॥
এক্ষণে জানিনু মাতা এমত যুকতি।
কামিনী কমলকরী তুমি ভগবতী॥
আমি ক্ষেত্রি বণিকেরে বল কন্যা দিতে।
জাতি নাশ করিতে তোমার লয় চিতে॥
আমার বচন রাজা না করিলে দৃঢ়।
মোর বাক্য অন্য হৈলে জাতি হৈল নড়॥
আমার বচন শুন ছাড় অভিমান।
শ্রীমন্তসাধুকে তুমি কর কন্যা দান॥
যদি সে কমলকরী পারে দেখাবারে।
তবে ত সুশীলা দিবে শ্রীমন্তসাধুরে॥
এমন শুনিয়া রাজা চণ্ডীর ভারতী।
করপুটে প্রতিজ্ঞা করিল নরপতি॥
ভুবনমোহন বেশ ধরিল পার্ব্বতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

শালবান রাজার কমলে কামিনী দর্শন।

মায়ামর হৈল নাট তীর্থ বহে কালী দহ
দুকুল হানিয়া বহে জল।

ভুবনমোহিনী নারী উগারিয়া গিলে করী
অধিষ্ঠান হইল কমল ॥
দেখ রায় কালীদহ জল।
কমলকানন তায় চঞ্চল দক্ষিণ বায়
অলিকুল করে কোলাহল ॥
কনককমলরুচি স্বাহাস্বধা কিবা শুচি
মদনসুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা রতি রম্ভা তিলোত্তমা
চিত্ররেখা কিবা অরুন্ধতী ॥
কিবা অপরূপ কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা
রবির কিরণ করে দূর ॥
বালা অতি কৃশোদরী তার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব জিনি তাঁর।
বদন ঈষৎ মিলে কুঞ্জর উগারে গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥
কন্যার ঈষৎ হাসে গগণমণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি বিদিত বিজলী।

বদন কমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত শত তথি ধায় অলি ॥
পদ্মপাতে করি ভর গিলে রামা করিবর
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত সবে হৈল চমৎকৃত
শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার ॥
হইয়া রাজা সবিনয় মাগি নিল পরাজয়
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলে ॥

চৌর ধরণ।

কোন চিন্তা নাহি মত্তকুঞ্জরগামিনী।
সঙ্কটে করিবে পার পুরারিকামিনী॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ।
শক্তি কার কালীর কিঙ্করে করে বধ॥
করালবদনী বলি বাড়াইল পা।
হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা॥
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্র প্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
রতন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহ নাদ পুরে॥
কেহ বা বড়সি হানে কেহ তরবার।
ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই॥

কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাঙ্গি খুলি।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলি॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি।
কাঙ্গাল পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তীরে তীরে জয় জয় করিছে ইকারে।
দগধিয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পাটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছেড়ে।
বুক চিরা মাণিক লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরী গণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মন সাধে ধরা দিল ভৎসিতে রাজারে॥

মদনমোহন রূপে সবে মোহ যায়।
অনিমিষে বামাই সুন্দর পানে চায়॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণপুথলি বটে মোর॥

চোর দর্শনে নাগরিক জনের খেদ।

ধরাগেল চোর সোর পাড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে॥
স্তন পান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় মন নহে স্থির॥
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল।
আখার উপরে হাঁড়ি রাখিয়া চলিল॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছু পানে ফিরা।
কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার লাগে কিরা॥
এক জন প্রতি আর জন বলে কোই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই যায় ওই॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
অভাগিনী বিদ্যা হেন হারাইল নিধি॥
সজল নয়ন যুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥

রাজসভায় সুন্দরের আনয়ন।

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশপ্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধুমধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চিচয় চতুর্দ্দিগে দ্বিজ।
সুরবৃন্দবেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তম করে দূর।
বাম ভিতে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
চৌদিগে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সমুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোবদার নকীব হজুরে খাড়া আছে।
বাযাই কোটাল চোর নিয়া গেল কাছে॥

গরীব নেওয়াজ বলি আদরে সেলাম।
নজর দৌলত এহি চোর ন্যাঙ্কা হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সতত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গলোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরম পুরুষ চিত্তে জানিল স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষিয়া মিলাইল পতি।
নররূপে কোন দেব ভ্রমে বসুমতী॥
রেবতীরমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই।
রাজা বলে কাট চোর মশানে বাঘাই॥
দেখি তারে আর বার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পার্ব্বতীর পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধা ভাষা কহে গুণধাম॥
কাটি রাজা তিলার্দ্ধ নাহিক মৃত্যুভয়।
গোটা কত কথা কহি শুন মহাশয়॥

সুন্দরের বন্ধনমোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস।

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে॥
পূজে পর্ব্বতেশপুত্রী পরম কৌতুকে,
মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে॥
বদনে রসনা রব যত সীমন্তিনী।
শঙ্খ ঘণ্টা কোলাহল করে জয়ধ্বনি॥
একেশপানে জপে রামা মহাশঙ্খমালে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদ গদ।
পরকালে পাই যেন পদ কোকনদ॥
দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন।
শান্তিনিমালা ভব কহে বিপ্রগণ॥
করালবদনা কালী কলুষহারিণী।
সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী॥
তুমি কৃপাময়ী মা গো কৃপানাথ ভর্ত্তা।
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা॥
তথাপিহ দুঃখরাশি নহে মোর দূর।
সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর॥

অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাদ।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ তদীয় পিতা মাতার প্রত্যুদ্গম।

আধকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত।
শীঘ্রগতি নিজপুরে পাঠাইল দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ।
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে।
অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতি।
পুত্রবধূ দেখ'সিয়া উঠ শীঘ্রগতি॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে।
চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥
পুরবাসি সহ রাজা রাণী রথে উঠে।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালি॥

প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি কোড়া জোড়া।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত।
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী।
হুঙ্কারে নকীব জয় করালবদনী॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবা মাত্র॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতূহলী।
দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী॥
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট।
শীঘ্র করে স্থাপন শ্রীগৃহসন্নিকট॥
পিতা মাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে॥
সন্তোষ সাগর মধ্যে ভাসে রাজা রাণী।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ।
সযনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসি নারীগণের আগমন।

মঙ্গলাচরণ কুলাচার যত ছিল।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরু রূপ।
রতন ভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ ॥
আঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে ॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
জনে জনে দিলা রাণী রত্ন সিংহাসন ॥
আসন থাকুক আগে এস শুন রাণি।
বধূ বটে কেমন দেখাও দেখি আনি ॥
কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী।
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী ॥
করে ধরি টেনে নিয়া বসায় নিকটে।
হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে ॥
মুখফোড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল।
আইবড় বাপঘরে ছিল এত কাল ॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা।
এ মেয়ে সামান্য নহে পরমপণ্ডিতা ॥

পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব।
তারে দিবে বালা মালা সেই হবে ধব॥
নিরখিয়া সহবধূ দ্বিজবধূচয়।
সকলে সদনে গেলা সশঙ্কহৃদয়॥

কন্দর্পকেতু ও মকরন্দের বিন্ধ্যগিরি দর্শন

যুবরায় চলে অগ্রে বিন্ধ্যাচলে
করে দূরে দরশন।
দেখি পুলকিত হয় সচকিত
আনন্দে প্রফুল্ল মন॥
ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড করিবারে খণ্ড
করিতে মার্ত্তণ্ড রোধ।
দেখিতে প্রখর সহস্র শিখর
ধরেছিল করি ক্রোধ॥
দেখি সুরগণে পরমাদ গণে
সকলে মন্ত্রণা করে।
পড়িয়া সঙ্কটে অগস্ত্য নিকটে
নিবেদন করে পরে॥
করিয়া বিরোধ চন্দ্র সূর্য্য রোধ
করিয়াছে বিন্ধ্যগিরি।

সদা অন্ধকার নাহি জ্ঞান কার
এক দিবা বিভাবরী ।
[illegible]রি ঘটাল বিধি নাহি যজ্ঞনিধি
অনশনে প্রাণে মরি ।
[illegible] করিলে ত্রাণ নাহি পরিত্রাণ
নাথ প্রাণদান করি ॥
দেবের দুর্গতি দেখি শীঘ্রগতি
অগস্ত্য তথায় যায় ।
[illegible]গরি পেয়ে গুরু যত্ন করে গুরু
নতি করে গুরুপায় ॥
মুনি ছলে বলে থাক উক্ত্যা বলে
কুতূহলে গেল চলে ।
শিক্ষা শুদ্ধমতি গুরু অনুমতি
তদবধি প্রতিপালে ॥
দেখিল অমনি স্থানে স্থানে মণি
দিনমণি যেন জ্বলে ।
শাখী শাখামৃগ বাঘ খগ মৃগ
তুরগ উরগ চলে ॥
করে বীণা ধরি কত বিদ্যাধরী
করিছে মধুর গান ।

হৈল স্ফটিচিত মণিতে খচিত
নিরখিয়া নানাস্থান॥
হীরক পাথর শোভে থরেথর
শিখরের আগে ভাগে।
করিয়া নিনাদ কত নদীনদ
পড়ে অগ্নি নিম্নভাগে॥
ডাকিয়া অম্বরে গম্ভীরে সম্বরে
শতেক শম্বরকুল।
হরি করে নারি শত শত করি
মারি করিতেছে তুল॥
বানর ভল্লুক গণ্ডার উল্লুক
আছে কত পালে পালে।
গোমুখ গবয় সবে সমবয়
স্বচ্ছন্দতা ভাব পালে॥
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ দেখিলে আপদ
আপাতত উপজয়।
মনুষ্যাদি গেলে উবু উবু গেলে
নাহিক কোন সংশয়॥
চমর কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ
রঙ্গে অন্য জঙ্গমেতে।

দুষ্ট লোষ্ট্র শর   ভাঁজি বাজি পর
ভ্রমে নিজ বিক্রমেতে ॥
পামর তোমর   হাতে ধনুঃশর
যতেক শবরগণ।
দেখি মৃগকুল   ত্রাসেতে ব্যাকুল
ব্যগ্র অগ্রে ছাড়ে বন ॥
কোথায় পালাবে   কেহ বা নিবরে
ভয়ে করে পলায়ন।
কেহ কন্দি প্রায়   লইয়াছে আশ্রয়
কণ্টকে গহন বন ॥
অঙ্গ ঝরে ঝরে   কত রক্ত ঝরে
যেন ধোলা ঝরে তায়।
কেহ মৃত্যুলোকে   কেহ শ্বাসগত
আপদে জীবন যায় ॥
দেখিয়া সকল   মহা কল কল
নিকল কল্পকেতু।
উঠে কত দূর   ভিয়ে ডুর ডুর
কাঁপয়ে ভয়ের হেতু ॥
নামিয়া কুহরে   শরীর শিহরে
হেরে অন্ধকার ময়।

হারাইয়া দিক ইহঁল বড় দিক
দিক ঠিক নাহি হয়॥
পায়ে বহু কষ্ট বাহির প্রকোষ্ঠ
অকষ্টবদ্ধের ন্যায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পড়িয়া ভ্রমিতে
ক্রমেতে বাহিরে যায়॥
উভয়ে সম্বরে অভয়ে উত্তরে
উত্তরিল পরে আসি।
হয়ে নিঃশঙ্কে দেখি বিন্ধারণ্যে
বন্য পশু রাশি রাশি॥
তার চারি ভীত হেরি ইহল ভীত
কাঁদা কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন ভুলহে নন্দন
এক্ষণে ভয়ে কি করে॥

গঙ্গা দর্শন।

নামিয়া আইল দোঁহে দেখি বিন্ধ্যাচল
বলে গুণমণি শুনি একি কোলাহল॥
হইয়াছি স্তব্ধ শব্দ শুনি অকস্মাৎ।
যেন অব্দে ক্ষুব্ধ বহে প্রলয়ের বাত॥

কি ঘনাঘন ঘন করিছে গর্জ্জন।
কিম্বা ফণিপতি অতি করিছে তর্জ্জন॥
ঐরাবত শব্দবৎ মহান্ ভৈরব।
জ্ঞান হয় দিগ্গজ করিতেছে রব॥
... হয় নির্ণয় বন্ধু কর অন্বেষণ।
শব্দ অনুসারে চল করিব গমন॥
হসে হর্ষ পরামর্শ এই করে স্থির।
তীরে উত্তরে পরে লম্বে সুধীর॥
... বাঁধ অশ্ব বিশ্বজননীর নীর।
হর্ষে স্পর্শ করি দোঁহে পবিত্রশরীর॥
গান্ধর্ব্বে ... ব্যয় করিয়া মজ্জন।
বৈদিক ... ক্রিয়া করে সমাপন॥
... মগ্ন গললগ্নবাস হয়ে।
... রঙ্গে হের গঙ্গে অপাঙ্গে অভয়ে॥

হরিহর মূর্ত্তি দর্শন।

মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে॥
মুঃ ভেদবাদি বিবাদি করিতে তমোভেদ।
হরি হইলেন ত্রিপুরারি তনুতে অভেদ॥

কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধ ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটা গুচ্ছ॥
আধা কপালে ফলকে শোভে অলকের পাঁতি।
আধা ধক ধক জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি॥
আধা তিলক আলোকে তিন লোকে করে আ
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা নাশে ভা
কিবা নলিন নলিন কারি নয়ান তরল।
আধা ভাঙ্গেতে বাঙ্গাল আঁখি যেন বজ্রো
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
আধা বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মী
আধা বনমালা গলায় ভুলায় জনমন।
আধা রুদ্র অক্ষমালা আলা করে ত্রিভুবন
আধা কুঙ্কুম কস্তুরি হরিচন্দন চর্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্মাদি ভূষিত॥
কিবা করকিশলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র।
আধা অমর ডমরু করে আর শিঙ্গা বক্র।
আধা কালিমার কটিতটে আঁটা পীতধড়া
আধা বাঘছালা ভোলার ভুজগমালাবেড়া
আধা চরণ কমলে শোভে কাঞ্চনমঞ্জীর।
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গম্ভীর

দিনমণি অমনি পশ্চিমাচলে চলে।
খগগণ হৃষ্টমন যায় স্থলে স্থলে॥
নানাজাতি বকপাঁতি চলে পালে পালে।
পক্ষি সব করে রব বসে ডালে ডালে॥
খচর ভূচর বনচর ঝাঁকে ঝাঁকে।
উড়ে আসে নিজ বাসে কত লাকে লাকে॥
চটক চটকী শাখীপরে থরেথর।
কল কল যায় চলে নিজ নিজ ঘর॥
প্রদোষে প্রবেশে পিকগণ মুহুমুহু।
শিশাল কুলে শালে করে কুহু কুহু॥
সুখে সুখে নিশামুখে শিখরি উপরে।
সুখে সুখে শিখিকুল নৃত্য কৃত্য করে॥
গোঠে গোঠে গোঠে হেটে সঙ্কেতে গোপ।
হম্বা হম্বা রবে গৃহে চলে গাভীপাল॥
যূথে যূথে জলে জুতে যতেক মরাল।
তালে তালে গায় চলে যায় সন্ধ্যাকাল॥
কল কল রবে কল কল বনস্থল।
বেছে বেছে সভে আছে লয়ে ভাল স্থল॥
বনে বনে করে মেনে বনচর গণ।
ঘন ঘন ঘনাঘনসদৃশ তর্জ্জন॥

ক্ষণে ক্ষণে চমকি চমকি ভূমিপাল ।
মনে মনে ভয় গণে দেখি সন্ধ্যাকাল ॥
দিবা গেল সন্ধ্যা এল সূর্য্য অস্ত হলে ।
একি দায় উপজিল চক্রবাকী মনে ॥
কুমুদী ফুটিল যত জুটিল ষটপদ ।
মুদিল সৌরভ পদ্মে টুটিল সম্পদ ॥
একেলী হইল দেখি পাশে পক্ষিদ্বয় ।
পক্ষিদ্বয় বৃক্ষ ডালে লইল আশ্রয় ॥
ফল মূল পথমধ্যে করি আহরণ ।
তরুতলে দোঁহে করিল ভোজন ॥
সুমন্দ পবনযোগে করিল বচন ।
দুই বন্ধু তলদেশে করিলা শয়ন ॥
কুসুম শয়নে যথা কুটিল সর্বাঙ্গ ।
কোথায় পাতাল শুয়ে নিদ্রার প্রসঙ্গ ॥

কামিনীর স্বয়ম্বর সংবাদে রাজগণের আগমন ।

কামিনীর বিভা হবে শুনিয়া সকলে ।
পরম কৌতুক ভাসে আনন্দসলিলে ॥
এখানে যতেক রাজা পাইয়া সংবাদ ।
সকলে সাজিল মনে পরম আহ্লাদ ॥

শুনিয়াছে ত্রিভুবনমোহিনী কামিনী।
তার বিভা শুনে যাত্রা করিছে তখনি॥
আগে গেলে আগে পাব ইচ্ছা করে মন।
পত্র পাবামাত্র ছুটে রাজপুত্রগণ॥
বারবেলা কালবেলা কেহ নাহি বাছে।
পাছে আমি না যাইতে অন্যে লয় পাছে।
কামিনী ভুলাতে ভূষা করে ভূপগণ।
যতনে রতন পরে মনের মতন॥
জোড়ায় জড়ায় কেহ জড়াও রতন।
গলায় ঝলায় কেহ দিব্য আভরণ॥
আভরণ বিবরণ কি কব বিস্তার।
বাছিয়া পরিল গৃহে যা ছিল যাহার॥
সভে গণে মনে মনে আমার সজ্জায়।
কামিনী দেখিবামাত্র বরিবে আমায়॥
এইরূপ মনোরথে করে আরোহণ।
পথে রথে চড়ি কেহ করিছে গমন॥
কেহ অশ্বে কেহ উষ্ট্রে কেহ বা বারণে।
করিছে গমন সভে আনন্দিত মনে॥
কুতূহলে চলে আভরণ গলে দোলে।
তক্ তক্ চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ জ্বলে॥

রাজবাটী বর্ণন।

এখানে কুমার প্রতি তমালিকা কয়।
উঠ মহাশয় বেলা অবসান হয়॥
তোমরা বিদেশি জন বল কি করিবে।
রজনী হইলে পারে যাইতে নারিবে॥
অতএব দিবা ভাগে উচিত গমন।
তমালিকাবাক্য শুনি উঠিল দুজন॥
সারি সারি দোধারি দেখয়ে অট্টালিকা
পথ ধারে শোভা করে সুচারু দীর্ঘিকা॥
তার তীরে তয়ারি কেয়ারি তরু শোভা।
নব নব পল্লব সুমনোমনোলোভা॥
শোভা করে পদ্মাকরে মরালের কুল।
উজ্জ্বল করেছে যেন তাহার দু কূল॥
শত শত শতদল সরোবরে শোভে।
অলিকুল আকুল হইয়া উড়ে লোভে॥
এই অপরূপ রম্য হেরে পদ্মাকরে।
স্বর্গপুরে মানসে মানস কেবা করে॥
অগ্রে গিয়া নিরখিল রাজার বাজার।
হাজার হাজার কত প্রজার গুলজার॥

ধূপ গন্ধ ফুলহারে নানামত উপহারে
পূজিলেন সহস্র বৎসর ॥
এক দিন নিশাযোগে নানা মত সুখভোগে
শয়ন করিলা চারুশীলা।
হেন কালে পীতাম্বর নবনীলকলেবর
আসি নিজ রূপ প্রকাশিলা ॥
রবি শশি নীরধর শ্রীচরণে শোভাকর
রতন নূপুর মনোহর।
নখর নিকর শোভা নিশাকর করলোভা
চারু উরু গুরু করিকর ॥
আঁখিযুগ ইন্দীবর মুখ কোটি সুধাকর
খগপতি শ্রুতিযুগ ছলে।
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপ লাবণ্য সলিল কূপ
মালতী কৌস্তুভ মালা গলে ॥
কিবা বাহু সুবলিত কমলিনী চমকিত
অধরে বিনোদ বেণু ধরে।
পীতবাস পরিধান সৌদামিনী ব্যবধান
জ্ঞান হয় নব জলধরে ॥
সম্বোধিয়া নারায়ণ সুমধুর স্বরে কন
কি বর গ্রহণে ইচ্ছা তব।

ম পদ্মাবতী কয় সুশীল তনয় হয়
এই বর দেহি মে কেশব ॥
নিদ্রাভঙ্গে রূপবতী হরিষ অন্তর অতি
পাইয়া অপূর্ব্ব ফল হাতে।
ভক্ষণ করিয়া সুখে পতি সঙ্গে সকৌতুকে
বঞ্চি নিশা উঠিলা প্রভাতে ॥
অম্বরীষ গুণাকর তার গর্ভে অতঃপর
করিলেন জনম গ্রহণ।
অপরূপ রূপ কিবা নিন্দি নিশাকরনিভা
কলেবর কাঞ্চন লাঞ্ছন ॥
দেখিয়া সুলক্ষণ পুত্রে করি নিরীক্ষণ
শান্তমতি ত্রিশঙ্কু রাজন।
হয়ে হরষিত অতি দরিদ্র দীনের প্রতি
করিলা বিস্তর বিতরণ ॥
ত্রিশঙ্কুর অতঃপর প্রাপ্তি হৈল লোকান্তর
অম্বরীষ হইলা ভূপতি।
রাজ্যভার অন্যে দিয়া আপনি অরণ্যে গিয়া
করিলা তপস্যা ঘোর অতি ॥
তপে তুষ্ট হয়ে হরি পুরন্দররূপ ধরি
অম্বরীষসমীপে আইলা।

সুমেরু পর্ব্বতবৎ আরোহণ ঐরাবত
ভূপতিরে কহিতে লাগিলা ॥
আমি ইন্দ্র লোকপতি শুন রাজা শান্তমতি
আসিয়াছি রক্ষার কারণ।
নিরখিয়া অম্বরীষ মনে হয়ে বিমরিষ
দেবরাজে করিলা বারণ ॥
একি দেখি অসম্ভব না করি তপস্যা স্তব
না চাহি তোমার স্থানে বর।
কেন হেথা আগমন ছলিতে আমার মন
নিজ স্থানে যাহ পুরন্দর ॥
গোবিন্দ আমার স্বামী অন্যে নাহি জানি আমি
বিনা সেই নবজলধর।
কৃতাঞ্জলি করি বলি কি কারণ মহাবলী
আনন্দাশ্রু নিবারণ কর ॥
ইহা শুনি নারায়ণ হয়ে অতিহৃষ্টমন
নিজ রূপ করিলা ধারণ।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
নবঘন নিন্দিয়া বরণ ॥
সে রূপ হেরিয়া তাঁর অম্বরীষ মহাত্মার
দিব্য জ্ঞান হইল উদয়।

প্রবেশিয়া চারি দিক দেখিল তাহার।
কত ক্রেতা বিক্রেতা সে সংখ্যা করা ভার॥
আশে পাশে দুই পাশে বসেছে পশারি।
মণিহারি ভারি ভারি মোদক কাঁশারি॥
জহুরী পাথরী যুগী কত তন্তুবায়।
আপন আপনে পণে করে ব্যবসায়॥
বহু বহু বহুমূল্য দ্রব্য কত কত।
হিরা মুক্তা চুনি মণি কাঞ্চন রজত॥
কত কত ক্রয় হয় কত বা বিক্রয়।
হেন সাধ্য কার আছে করয়ে নিশ্চয়॥
বণিক দোকান দেখি হয় আহ্লাদিত।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধে সদা আমোদিত॥
কিংকব অধিক যাহা ত্রিজগতে নাই।
তাও বুঝি সে বাজারে অন্বেষণে পাই॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া দেখে রাজবাটী।
ইন্দ্রের ভবনতুল্য অতিপরিপাটী॥
সন্ধি নাই চকবন্ধি চিক্কণ গাঁথনি।
প্রস্তর বিস্তর তাহে হীরা চুনি মণি॥
রক্ষক তক্ষকসম সহস্র প্রহরি।
লম্ফে ঝম্পে কম্পে মহী ফিরিছে শাম্বরি॥

হুড় হুড় দুড় দুড় সদা শব্দ হয়।
গুরু গুরু দুরু দুরু কাঁপয়ে হৃদয়॥
দূর হৈতে চাহিতে চাহিতে যত যায়।
মল্লগণ কতেক কৌতুক করে তায়॥
রাঙ্গা ধূলাগুলা গায় লোহিতলোচনে।
এঁটে সেঁটে মারে তাল তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
মজবুত রজপুত যমদূত প্রায়।
ঢালি ঢালি ভূমে অঙ্গ খেলিয়া বেড়ায়॥
দ্বারে দ্বারপালপাল প্রায় কাল মত।
ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি বৈসে শত শত॥
সহজে দিবস সেই অপরাহ্ন কাল।
টহলে ফিরায় কত অশ্ব পালেপাল॥
চাবুক সোয়ার সব অশ্ব আরোহিয়ে।
দড় বড় রবে যায় ভয়ে কাঁপে হিয়ে॥
সিন্দূরে সুন্দর শোভে সিন্ধুরের ছটা।
ফিরায় উপরে যন্তা দন্তাবলঘটা॥
মাতঙ্গে হেরিয়া সভে আতঙ্গে পলায়।
তমালিকা দোঁহাকারে সঙ্গে লয়ে যায়॥

রাপুজারে ধন্য মানি যুড়িয়া যুগল পাণি
স্তুতি স্তব কৈলা গুণালয় ॥
জয় জগন্নারায়ণ জগন্নাথ জনার্দ্দন
ত্রিতাপ জনম হরণ।
তুমি হর তুমি হরি তুমি দিবা বিভাবরী
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ॥
সকলে তুমি সর্ব্বময় সর্ব্বসহ সর্ব্বাশ্রয়
সর্ব্বত্রে সমান বিরাজিত।
আমি প্রভু কিবা জানি পরাভব বিধি বাণী
কৃপা কর কটাক্ষে কিঞ্চিৎ ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি রাজারে সম্ভাষ করি
কহিলা ভূপতি বর লহ।
শুনি কন নরপতি তব পদে যেন মতি
রহে নিরবধি অহরহ ॥
জগৎ বৈষ্ণব হয় এই কর দয়াময়
তথাস্তু বলিলা শ্রীনিবাস।
মম এই সুদর্শন লহ তুমি নিদর্শন
পূর্ণ হবে তব অভিলাষ ॥
মনোমত পেয়ে বর অম্বরীষ নৃপবর
অযোধ্যায় প্রবেশ করিলা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণ বৈশ্য শূদ্র অগণন
স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলা॥
নারায়ণপরায়ণ সুশীল বৈষ্ণবগণ
পালন করেন বিধিমত।
অশ্বমেধ শত শত বাজপেয় বিশেষত
করিলেন যত কব কত॥
সার ভাবি পরিণাম ঘরে ঘরে হরিনাম
সংকীর্ত্তন হয় অনুক্ষণ।
বহু শস্যে পূর্ণ ধরা নাহি রোগ শোক জরা
নাহি উপদ্রব অলক্ষণ॥
অম্বরীষ মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণীমাঝ
সুদর্শন সদা রক্ষা করে।
শ্রীহরিমোহন কয় ওহে হরি দয়াময়
কৃপা কর কটাক্ষে কিঙ্করে॥

সম্পূর্ণ।